756·3
·001/1

৪র্থ

শ্রাবণ—১৩৯৬।

ঐতিহাসিক চিত্র—৫ম বর্ষ ১৩১৬ সালে (ঐতিহাসিক মাসিক পত্র) শ্রীনিবিলনাথ রায় বি, এল্, সম্পাদিত
এবং প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত। মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ২৲ টাকা।
৭৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, মেট্‌কাফ্ প্রেসের ম্যানেজারের নিকট মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

অলৌকিক রহস্য।

সম্পাদক—শ্রীযুত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,

সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সঞ্জীবনী	সম্পাদক	১
২। স্বপ্নে দর্শন বা মায়ের দয়া	...	১
৩। অপঘাত মৃত্যুতে প্রেতত্ব	শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়	১
৪। পুনরাগমন	শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫
৫। যমালয়ের পত্রাবলী	সেবাব্রত পরিব্রাজক	১৫
৬। দাদাম'শায়ের ঝুলি	শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা	১৫
৭। প্রেতের কর্ত্তব্যজ্ঞান	শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়	১৯
৮। আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা	শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত	১৯

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু-প্রণীত

ভূতের গল্প।

পড়িতে পড়িতে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিবে। এরূপ অদ্ভুত গল্প শুনেন নাই। ১ম ভাগ ।০ ; "হ'ল কি!" (ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত স্বদেশী নক্সা, 'বল ভাই বন্দে মাতরম্' ইহারই গান) মূল্য ।০ ; "দেশ গুলজার" (নিউ ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত সংক্ষেপে যে পুস্তক অভিনীত হইয়াছিল এবং যাহার সেই সংক্ষিপ্ত অংশ অমরেন্দ্র মুদ্রিত করিয়া দর্শকগণের মধ্যে বিতরিত করেন, অনেক গোলযোগের পর তাহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'আমার দেশের সব ভাল' ইহারই গান) মূল্য ।০ ; "লালা চাঁদ" (এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত সেই সর্ব্বজনাদৃত পারিবারিক নাটক ; 'বেলা চলে চল' ইহারই গান) মূল্য ৸০ ; "পরিতোষ" (অরোরা থিয়েটারে অভিনীত আহা মরি সামাজিক নাটক ; "সীতারাম! কেয়া কিয়া কাম" ইহারই গান। কা বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা পরিবর্ত্তিত ২য় সংস্করণ। মূল্য ৸০ দুইখানি না পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিবার যো নাই। "শ্মশানে মিলন" (হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যা শেষাংশ লইয়া পদ্যে লিখিত ; পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) মূল্য ৶০ ; পা মুরতি" (একটী মনোহর উপকথা ; মূল্য ৵১০ ; "যুগল চিত্র" (নব-বধূর জন্ত ৵১০ ; "রোমিও-জুলিয়েট" (বাঙ্গলায় সেক্সপীয়রের গল্প) ; মূল্য /১০। ক কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ৫০ নং লোটাস্ লাইব্রেরীতে এবং অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়।

অনুরোধ—উপরি উক্ত কতকগুলি পুস্তক গ্রন্থকারের বাটী হইতে চুরি গিয়াছে। নাকি স্থানে স্থানে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। কেহ উহার সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোমোহন লাইব্রেরীতে খবর দিলে চোর ধরা পড়িতে পারে।

Attn

7563
·00///

অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ সংখ্যা] প্রথম ভাগ। [শ্রাবণ, ১৩১৬।

সন্দীপনী।

একখানি পত্র।

ও শ্রীহরিঃ—

পোঃ বরটীয়া,
জিঃ ঢাকা।
১৫।২।১৬ বাং

"অলৌকিক রহস্য" সম্পাদক
মান্যবরেষু।

একটি দরকারী বিষয় জানিতে চাই। আশা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জনে বাধিত করিবেন। আমি আপনাদের অলৌকিক রহস্যের একজন গ্রাহক। আপনাদের অলৌকিক রহস্যে "যমালয়ের পত্রাবলী"-নামীয় যে একটি প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা কি বাস্তব ঘটনা? না কল্পনা প্রসূত? যদি সত্য ঘটনা হয়, তবে কি প্রকারে এই সকল পত্রাবলী যমালয় হইতে আপনাদের হস্তগত হইল, অনুগ্রহ প্রকাশে লিখিয়া বাধিত করিবেন। ঘটনাটি কিরূপ? সত্য না কল্পনা-প্রসূত? যত সত্বর পারেন, লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে, লোকের নিকট বর্ণনা করিয়া অনেকটা ফল পাইব আশা করি। তাই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রশ্নটির সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। আশা করি, অন্যথা হইবে না। ইতি।

বশংবদ—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার। গ্রাহক নং ১০৪০।

জনৈক গ্রাহকের নিকট হইতে আমরা উপরিউক্ত পত্র পাইয়াছি। এই প্রশ্ন অন্যান্য গ্রাহকেরাও করিয়াছেন; কেবল সেই জন্য উহার উত্তর, তাঁহাকে না দিয়া সাধারণে জ্ঞাপনার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'Letters from Hell' (নরক হইতে পত্রাবলি)

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্ক দেশে. একজন সূক্ষ্মদর্শী সাধক এই পুস্তক খানি রচনা করেন। প্রচার হইবামাত্রই মানবের চিন্তারাজ্যে এই পুস্তক যুগান্তর আনয়ন করে এবং ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় তাহা শীঘ্রই অনূদিত হয়। ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত সেই পুস্তকের নাম "Letters from Hell"। এই শেষোক্ত পুস্তক অবলম্বনে "যমালয়ের পত্রাবলি" লেখা হইতেছে। পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, সাধারণ সাধক, সূক্ষ্মদর্শী হইয়াও, অনেক সময় ভ্রমে পতিত হন। এই পুস্তকের আদি প্রচারকও স্থানে স্থানে ভ্রান্তিদুষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক যথাসাধ্য সেই সমস্ত ভ্রম অল্পাধিক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি উন্নত সাধক আছেন, যাঁহারা যোগ-বলে পরলোক প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদিগকে occultists বলে। তাঁহারা সকলেই ইচ্ছামত স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিতে সমর্থ। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা পরলোক-সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। "ক"নামধেয় একব্যক্তি পরলোক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, "গ," "চ," "জ" "ধ," নামধেয় এই সম্প্রদায় ভুক্ত অপর অপর সাধকও তথায় উপস্থিত এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিযুক্ত আছেন।

"ক" হয় ত ভারতবর্ষে আছেন, "চ" বিলাতে বাস করিতেছেন, "জ" মার্কিন দেশে এবং "ধ" জাপানে। তাঁহারা সকলেই আপন আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে যখন সেইগুলি পরীক্ষিত হইল, তখন দেখা গেল যে, তাঁহাদিগের সকলের বিবরণই একরূপ এবং তাঁহারা সকলেই সূক্ষ্মলোকে অপরের সহিত যে একত্র তত্ত্বানুসন্ধান এবং তথায় যে পরস্পরে ভাবের আদানপ্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহাদিগের সূক্ষ্মলোকে গমন ও তথায় দৃশ্য দর্শন করা অলীক ও স্বপ্নাবস্থার ক্রীড়া নহে; যাহার বিবরণ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়! তাহার পর শাস্ত্রের কি শিক্ষা ও পূর্ব্বতন ঋষি ও জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সেই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া তাঁহারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইরূপে তাঁহারা মীমাংসা করেন বলিয়াই আমরা তাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রথা বলিয়াছি। যমালয়ের পত্রে ডেনমার্কের সূক্ষ্মদর্শী সাধক নরককে "অন্ধতম পুরী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বানুসন্ধীরাও ঠিক তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্রও ঠিক তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসর-শাস্ত্রের বিবরণেও তাহাই আছে। *

ঋষি-সংস্কৃত ভারতবর্ষে, আজকাল আর্য্য-হৃদয়ে, অনার্য্যসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে। কশ্যপ, শাণ্ডিল্য বা ভরদ্বাজ-বংশধর বলিয়া আমরা পরিচয়

* What manner of place is this unto which I have come? It hath no water, it hath no air; it is deep, unfathomable; it is black as the blackest night, and men wander helplessly about therein; in it a man may not live in quietness of heart."—Egyptian papyrus of the Scribe Ani.

দিই ; কিন্তু ম্লেচ্ছের আচারে আপনাকে গৌরববান্ মনে করিয়া থাকি। আমরা শাস্ত্র মানি না, পরলোক বিশ্বাস করি না, আমরা নিত্য তর্পণ বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা দেখিতে পাই না।

এই ত গেল পবিত্র ভারতবর্ষের কথা। আবার ওদিকে ইউরোপের সাধারণ মানবের হৃদয়ে যে স্বল্প ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল, তাহাও একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) জড়বিজ্ঞান ; তাঁহাদিগের দৃষ্টি কেবল ইহলোকের সুখ-সমৃদ্ধিতে। পরলোক ও দেবতাদি (Angels and Archangels), ওগুলা তাঁহাদিগের মতে বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট আবিষ্কার। এক দিকে এখানে ঘোর তামসিকতা, অপরদিকে কঠিন জড়বাদিতা ও নাস্তিকতা,—সমস্তই কালের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষেও আর একবার ঠিক এই ভাব আসিয়াছিল। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-পুত্র বেণ রাজা, বেদানুগত ধর্ম্মের নিন্দাকারী জিনের উপদেশে ঘোর পাতকী হইয়াছিলেন। জিন উপদেশ দিয়াছিলেন, "যজন, যাজন, বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা, তপ, দান, স্বধা, হব্য, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পিতৃতর্পণ এসকল কিছুই নয়।" বেণ তাঁহার দ্বারা পাপাচারে প্রণোদিত হইয়া পাপভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বেদধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলেন। রাজার এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তন হওয়াতে সমুদয় লোক পাপপূর্ণ হইল। তখন যোগানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ও দান একেবারে বিলুপ্ত হইল। রাজার আচার ভ্রষ্ট হওয়াতে, প্রজাও ধর্ম্ম-প্রাণ হারাইল। জগৎ এইরূপ মহাপাপে বিধ্বস্ত হইতে বসিল। তখন পবিত্র ঋষিগণ বেণের শরীর মন্থন করিয়া তাঁহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন।

এখনকার কালধর্ম্ম অন্যরূপ। যুক্তি ও তর্কের গণ্ডির ভিতরে না আনিতে পারিলে, মানব কোনও তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহাদিগের বিজ্ঞান-আগারের পরীক্ষাই সত্য আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

তাই তাহাদিগেরই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধকেরা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই অস্ত্রে তাঁহাদিগেরই জড়বাদ-দুর্গ ভেদ করিতেছেন। কোন সমুদ্র-যাত্রী আসিয়া বলিল যে সাগর মধ্যস্থ এক দ্বীপে এই সমস্ত রত্ন মিলে। তুমি সমুদ্র অতিক্রম করিতে যে আয়াস করিতে হয়, তাহা না করিয়া, সমুদ্রের এই পারে অবস্থান করিয়া, যদ্যপি বল ওই সমস্ত মিথ্যা, ওগুলি কল্পনা-প্রসূত, তাহা হইলে, সেটা তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। পরলোক আছে, কি করিলে পরলোক-সম্বন্ধে মানবের অভিজ্ঞতা হইতে পারে, তাহার পথেরও নির্দ্দেশ আছে। তোমার ইচ্ছা থাকে ত তুমি তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার। সুপ্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ"—সুষুম্না নাড়ীকে দ্বার করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে, সমস্ত ভুবনের অবরোধ হয়। এইরূপ সাধনায় সমর্থ হইলে, সমস্ত ভুবনের জ্ঞানের সহিত নরক লোকেরও জ্ঞান জন্মে। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃপ্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহারৌরবকালসূত্রান্ধতামিস্রাঃ, যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুর্দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে। অবীচিস্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে পৃথিবী হইতে নিম্নে ছয়টি মহানরক স্থান আছে; ইহারা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারের আশ্রয়, ইহাদের নামান্তর যথা,—মহাকাল, অম্বরীশ. রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্রা; যেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল, তীব্র যাতনা অনুভব করিতে করিতে অতিকষ্টে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে। মানব ইচ্ছা করিলেই সাধন-বলে, সেই সমস্ত স্থান প্রত্যক্ষ করিতে পারে; পরের মুখের কথা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে হয় না।

কিন্তু যাহারা ঋষিবাক্যে প্রত্যয়ও করিবে না এবং নিজেরাও সাধনা করিবে না, সেই সমস্ত তামসিক লোকদিগের কোনও উপায় নাই। আমরা তাহাদিগকে কিছুই বলিতে চাই না। তাহাদিগকে জন্মজন্ম, ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। মানব সাধন-বলে পরলোক-বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে—একথায় যেন কেহ মনে না করেন যে, সাধনার উদ্দেশ্যই পরলোক প্রত্যক্ষ করা। এখনও যে সংসারবিরত যোগিগণ নিভৃত পর্ব্বতগুহায় বা তপোবনে ঘোর তপস্যানিরত আছেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহে; সাধন—ভগবানের প্রেম আস্বাদন করিতে। কেহ যদ্যপি পদব্রজে কোন তীর্থ যাত্রা করে, তাহা হইলে, তাহার পদতল ধূলিসমাচ্ছন্ন হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য তীর্থে ভগবানের প্রতিমাদর্শন। ধূলি অবলেপ তাহার গৌণ কর্ম্ম। সিদ্ধির বেলাও ঠিক তাহাই। সাধনা আত্মানুভূতির নিমিত্ত, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী গৌণ শক্তি। উপনিষদ্ ঠিক এই কথাই বলে—

"সংভূতিংচ বিনাশংচ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুংতীর্ত্বা সংভূত্যামৃতমশ্নুতে॥"

ইংরাজিতে অনুবাদিত নরকের পত্রাবলির (Letters from hell) প্রকাশক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dr. George Mac. Donald এই পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে "এই পুস্তক-পাঠে নরকের তীব্র যন্ত্রণার চিত্রে অন্ততঃ দুজনার মনেও ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। যদ্যপি একজনও মানব পরকালের ভয়ে অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত সৎ পথে আপনার জীবন চালিত করে, তাহা হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইয়াছে, বিবেচনা করিব।" আমরাও তাহাই বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা অলৌকিক রহস্যে "যমালয়ের পত্রাবলির" স্থান দিয়াছি। কায়-মনঃ ও বাক্যের দ্বারা শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; এবং সেই

কার্য্যগতি অনুসারে মানবের উত্তম ও অধম গতি হয়। যে সমস্ত কর্ম্ম করিলে মানবের নরক-যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবিনী, সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে সময় থাকিতে বিরত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে "যমালয়ের পত্রাবলীর, নরক-ভোগীর মত বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যুর প্রাক্কাল হইতেই তাহার কি যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, একবার দেখুন। "অতীত জীবনের সমস্ত কাহিনী আমার সম্মুখে একে একে আসিতে লাগিল। সমস্ত জীবনে আমি সৎকর্ম্ম অতি অল্পই করিয়াছি। কেবল স্বার্থময় জীবন লইয়া বাসনা চরিতার্থ করা আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। এই চিন্তা জলন্ত তুষানলের মত আমায় জীবন্ত পোড়াইতে আরম্ভ করিল।" এইত যন্ত্রণার আরম্ভ, দাহনের সমস্তই অবশিষ্ট আছে। মানব, সাবধান! এখনও সময় আছে, ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হইও না। শাস্ত্র ও ঋষিরা যে ধর্ম্মের দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই আলোকে জীবনযাত্রা আরম্ভ কর, তুমি তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।

গয়া
২৯ মে ১৯০৯।

মাননীয় "অলৌকিক-রহস্যের" সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পত্রিকা দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এইরূপ পত্রিকা আমাদের বড়ই প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। ভগবানের দয়ায় পত্রিকার আয়তন আরও বৃদ্ধি হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। তাহার জন্য আপনারা যদি পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকে আপত্তি না করিতে পারেন, কারণ সকলের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে শিশির বাবুর Hindu spiritual Magazineএর বার্ষিক মূল্য ৬, টাকা, অথচ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সে বস্তু উপভোগ করিতে পারেন না। আপনাদের পত্রিকা-

খানি কেবল ১।০ টাকা অথচ আমরা উত্তর দল পাঠ করিয়া সুখী। পত্রিকাখানি এতই মনোরঞ্জন হইয়াছে যে, পত্রিকা আসিলে বাড়ীর সকলে টানাটানি করিতে আরম্ভ করেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনাদের পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া শোকসন্তপ্ত নরনারীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করুক।

মহাশয় এই জড় বিজ্ঞানের যুগে, আমরা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইয়া গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। আপনাদের পত্রিকা খানি অনেকের আঁধার পথে প্রদীপ হইবে। এই সব বিষয় যত আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল।"

নিম্নে আমার জীবনে যে সব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি লিখিলাম। প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি।

বশংবদ—

শ্রী————গ্রাহক নং ১০২১।

স্বপ্নে দর্শন

বা

"মায়ের দয়া"।

মানব-জীবনে অহরহঃ দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। অদৃশ্য ভাবে দেবতা ও ঋষি তুল্য ব্যক্তিরা তাঁহাদের হস্ত মানব-সাহায্যার্থে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন ও সময় হইলে তাঁহারা কখন কখন মানবেন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন (২য় সংখ্যায় "অদৃশ্য সহায়" ঘটনা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও মানব নিজ নিজ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশে নিজের পথ নিজে হারাইয়া ফেলে। নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি ইহার একটি উদাহরণ।

শৈশব হইতে যেন কাহারও স্নেহের আহ্বান মধ্যে মধ্যে আমার শ্রুতিবিবর স্পর্শ করিত। স্বপ্নে, অর্দ্ধ জাগরণে, অথবা কোন নির্জ্জন স্থানে যেন কাহারও স্নেহাশীর্ব্বাদ আমার প্রাণে শান্তির হিল্লোল আনিয়া দিত। কখন কখন কাহার অস্ফুট পদধ্বনি, কাহার ছায়া

আমার কর্ণ ও নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। সে ছায়া এক মাতৃ-মূর্ত্তির। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, মাঝে মাঝে সেই মায়াময়ীকে মা বলিয়া ডাকিতাম। বাল্যের বহুদিন এই ভাবে কাটিয়াছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া, সে ভাব আর অনুভব করি নাই। তখন চঞ্চল মন সংসারের পিচ্ছিলপথে চলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সে মধুর ভাব গ্রহণে আমার অবসর ছিল না।

এইরূপে একদিন আমি এক অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

১৮৯৬ সালের নবেম্বর। আমি তখন বাঁকিপুরের এক মেসে থাকিয়া বি, এ ক্লাসে পড়িতেছিলাম। অদম্য বাসনার আকর্ষণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমি একদিন বালিশে মাথা রাখিয়া. উপুড় হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন আমার দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছি ও কে যেন আমায় উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতেছে। তখন আমার বিছানায় আমার একটি বন্ধু শয়ন করিয়াছিলেন ; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হাত মুখ ধুইতে নীচে চলিয়া গিয়াছিল। সেই উর্দ্ধগত অবস্থায় আমি দেখিলাম যে, আমার দেহ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, পার্শ্বে বন্ধু নিদ্রা যাইতেছেন, নিম্নতলের উঠানে আমার কনিষ্ঠভ্রাতা ও বাসার অন্যান্য বন্ধুবর্গ স্ব স্ব প্রাতঃকালীন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আরও উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পার্শ্বস্থ অন্যান্য বাটীর ছাদ গাছপালা প্রভৃতি পাটনা কলেজ গঙ্গা ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। সে অবস্থায় আমার মনের অবস্থা ভয়শূন্য, শান্ত, স্থির—অথচ উৎসুক। মনে হইতে লাগিল, কোথায় যাইতেছি। কেন

যাইতেছি? যত উর্দ্ধে উঠিতেছিলাম, ততই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণ হইতেছিল, এমন কি সৌরমণ্ডলস্থিত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া যে অত্যদ্ভুত নৃত্য করিতেছিল, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইল। সে এক মহান্ দৃশ্য। না দেখিলে উপলব্ধি হয় না, বুঝান অসম্ভব। তাহার পর কত গ্রহ মণ্ডল, সৌরজগৎ, বিভিন্নমূর্ত্তি সম্পন্ন দেহিগণ ও অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ সব শোভা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সেই নীল মহাকাশে আমি ও আমার পথপ্রদর্শক-মাত্র, অপর আর কেহ নাই বা কিছু নাই। আমার সূক্ষ্ম শরীর আমি উপলব্ধি করিতেছিলাম; কিন্তু যিনি আমাকে লইয়া যাইতে-ছিলেন, তিনি তখনও অদৃশ্য অথচ তাঁহার সান্নিধ্য ও আমার বামস্কন্ধে তাঁহার কোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছিলাম।

দূরে—অতি দূরে—অগ্নির ন্যায় এক লোহিত-জ্যোতিঃ-সমুদ্র, কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম। যখন তাহার নিকটে যাইলাম, তখন বুঝিলাম উহা স্নিগ্ধ ও পবিত্র-গুণসম্পন্ন। আমার সূক্ষ্ম দেহে ঐ অগ্নি-লহরের কোন উষ্ণতা বোধ হয় নাই, কিন্তু যখন তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইলাম, তখন শরীর মন হইতে কি যেন গুরুভার নামিয়া গেল বুঝিলাম। সেই সমুদ্র পার হইয়া এক ধূম্রময় প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। সে যেন কিরূপ অবসাদের দেশ। তাহার পর এক দেশে পৌঁছিলাম যথায় সমস্ত স্থান স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণময়। ক্রমে সেই কিরণময় প্রদেশের এক মনোহর উপবনে—সহচরীবেষ্টিতা সিংহাসনোপবিষ্টা, দীপ্তিশালিনী লোহিতবসনা উজ্জ্বলভূষণা এক মাতৃ-মূর্ত্তির পদতলে নীত হইলাম। • • •

আমার স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল, মহৎ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য

বুঝিলাম। কঠিন কোমল তাড়না খাইলাম। আমি ফিরিয়া আসিতে একান্ত অনিচ্ছুক, দেখিয়া মা বলিলেন,—"বাবা! তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। কর্ম্ম শেষ না হইলে, কেমন করিয়া আনিব? তবে এই ঘটনা যাহাতে অহরহঃ তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিব। দেখিও আবার যেন ভুল না হয়।" হায় মা! কি কোমলে কঠিন তুমি!! তাহার পর চক্ষের জল লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম, আমার বালিস চক্ষের জলে সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, কেবল দুই মিনিট মাত্র সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহার পর এই জীবনে কতবার পড়িয়াছি ও উঠিয়াছি; কিন্তু সে কথা, সে ঘটনা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু কর্ম্মফল পূর্ব্বজন্মের সংস্কার কি ছাড়িয়াছে? হায়! কতই ঘুরিতেছি আরও কতই ঘুরিব!!

শ্রীঃ ——

অপঘাত মৃত্যুতে প্রেতত্ব।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক-রহস্য" সম্পাদক

মহোদয়েষু

মহাশয়,

আপনি নানা স্থান হইতে অলৌকিক ঘটনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের হিতের জন্য আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করিতেছেন শুনিয়া

আমি আমার এক বন্ধুর বাটীতে সম্প্রতি যে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই যথাযথ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি। যদি প্রয়োজন হয়, ইহা আপনার পত্রিকাতে মুদ্রিত করিতে পারেন এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে ঘটনাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারেন।

৺ কালীঘাটের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে পুটুরী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষালের বাস। অক্ষয় বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এবং একটি আফিসে কর্ম্ম করেন। তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ পরিচয় আছে। বর্ণিত ঘটনাটি তাঁহার বাটীতেই ঘটে। ঘটনার ২।৩ দিন পরেই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

রামদাসী নাম্নী তাঁহার এক আত্মীয়া বহুকাল তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছেন, ইনি এখন তাঁহার পরিবার মধ্যেই গণ্যা। বিগত ১৭ই কিংবা ১৮ই বৈশাখ (তারিখটি আমার ঠিক স্মরণ নাই) বৈকালে রামদাসী অক্ষয় বাবুর গরুটিকে বাগানে চরাইতে লইয়া যান। বাগানটি অক্ষয় বাবুর বাটীর সন্নিকটেই অবস্থিত। তিনি স্বয়ং জমী খরিদ করিয়া এই বাগানটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ইহা বন জঙ্গলপূর্ণ একটা পতিত জমী ছিল, কতকাল পতিত ছিল অথবা ইহাতে কেহ কখনও বাস করিয়াছিলেন কিনা, অক্ষয় বাবু কিংবা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই জানিতেন না। প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কিছু মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি বাগানের একস্থান খনন করাইয়া আবশ্যকমত মাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খনন-কালে ঐ স্থান

হইতে দুইটি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটির দুই হাতে দুই গাছি শাঁখা ছিল—ইহা দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহা কোন স্ত্রীলোকের কঙ্কাল। সে যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ বিষয় তাঁহারা কেহ কখনও চিন্তা করেন নাই, বস্তুতঃ ইহা তাঁহারা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

যে স্থানটি খনন করা হয়, সেই স্থানটির একটি বিশেষত্ব ছিল। উহার উপর কিংবা নিকট, গরু, বাছুর, ছাগ, মেষ অথবা অন্য কোন জন্তু কদাপি যাইত না। উহা সর্ব্বদা শ্যামল নব দূর্ব্বাদলে আবৃত রহিয়াছে, অথচ গরু বাছুর উহার নিকটেই ঘেঁসে না। ইহা অক্ষয় বাবু বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। অবশেষে মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি এই স্থানটিই খনন করিয়া, যখন দুইটি কঙ্কাল পাইলেন, তখন ভাবিলেন,এই কারণেই বোধ হয়, গরু বাছুর পলায় ; সুতরাং এ দুটোকে দূরে ফেলিয়া দিলে গোলযোগ মিটিবে। কিন্তু গোলযোগ তাহাতেও মিটিল না,—গরু বাছুর পূর্ব্ববৎ পলাইয়া যায়, বলপূর্ব্বক দড়ি ধরিয়া সেই দিকে টানিলে, তাহারা কিছুতেই আইসে না; কখনও দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়, কখনও বা শুইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, রামদাসী আজ গরুটিকে প্রথমে সেই দিকেই লইয়া গেলেন—তাঁহার ইচ্ছা গরুটি ঐ কোমল নধর ঘাসগুলি খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু গরুটি সে দিকে না গিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে জল পান করিতে নামিল। রামদাসী দড়ি ধরিয়া পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গরুর জল খাওয়া হইল, কিন্তু গরু উঠিয়া আসিতে চায় না। একি ! রামদাসী রাগ করিয়া জোরে দড়ি টানিতে লাগিলেন। গরু যেন একটি জড়পদার্থের ন্যায় অসাড়—অচল ভাবে—ঘাড়

তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং রামদাসীও ঠিক সেই সময়ে একটা বিকট শব্দ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন!

তাঁহার শব্দে চারিদিক হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাটীতে আনিল। তিনি অচেতন অবস্থায় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার ভেদ বমি আরম্ভ হইল। বাটীর সকলেই বড়ই ব্যস্ত, ভীত, উৎকণ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে অক্ষয় বাবু আফিস হইতে প্রত্যাগত হইলেন। রামদাসীর কলেরা হইয়াছে শুনিয়া তিনি ডাক্তার আনিবার উদ্যোগ করিয়া রামদাসীকে একবার দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, রামদাসী তখন প্রলাপ বলিতেছে। অক্ষয় বাবু ভাবিলেন, রামদাসীর বিকার হইয়াছে। কিন্তু কলেরা হইতে না হইতেই একেবারে তাহা বিকারে পরিণত হইবে—তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় রামদাসী বলিতে লাগিলেন "তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার দুধ খাইবার ইচ্ছা হইল, আর তুই দড়ি ধরিয়া গরুটাকে টানিতে লাগিলি!! তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। ইত্যাদি" ইহা শুনিয়া অক্ষয় বাবু ভাবিতে লাগিলেন "ইহা তো প্রলাপ নহে। নিশ্চয়ই উহাকে কোন প্রেতযোনি আশ্রয় করিয়াছে।"

ইহা স্থির করিয়া, তিনি ডাক্তারের পরিবর্ত্তে একটি ওঝা আনাইতে পাঠাইলেন। গ্রামের সন্নিকটেই ভদ্রেশ্বর নামে এক ওঝা বাস করে। এ ব্যক্তি জাতিতে কাওরা। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে ভূত প্রেতদিগকে করায়ত্ত করিতে পারে বলিয়া, তাহার একটা খ্যাতি আছে। যাহা হউক এই ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রোগী বিষম চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সে যখন মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল, রামদাসীর বিক্রম দেখে কে? কখনও ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া

ওঝাকে গালি দেয়, কখনও বা কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার পদানত হয়। অবশেষে ওঝা বলিল "তুই কে? কেনই বা ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিস্?"

রামদাসী বলিতে লাগিল "আমি এক কুমুরের (কুম্ভকারের) মেয়ে। প্রায় একশো বছর হইল মজিলপুর গ্রামে আমার বাস ছিল। ঐ গ্রামের চক্রবর্ত্তী মহাশয় (চক্রবর্ত্তীর নাম বলিল না) আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করে। দুজনে পলাইয়া আসিয়া এই গ্রামে দুটি ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে থাকি। কিছুকাল বেশ সুখে কাটিয়া যায়। অবশেষে আমার আত্মীয়েরা সন্ধান পাইয়া এক গভীর রজনীতে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে এবং দুজনকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। আমাদের রান্না ঘরের যেখানে উনান ছিল, সেইখানে একটা বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া মৃতদেহ দুইটি পুতিয়া রাখিয়া প্রস্থান করে। তদবধি আমরা ঐ স্থানেই বাস করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কঙ্কাল দুইটা স্থানান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ স্থান আমরা ত্যাগ করি নাই, উহা আমাদের বড়ই প্রিয়। আজ বৈকালে দুধ খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় গরুটাকে পুকুরধারে লইয়া গিয়া দুধ খাইতেছিলাম। কিন্তু এই মাগী ক্রমাগত গরুটাকে টানাটানি করায় রাগে উহার ঘাড়ে চাপিয়াছি।"

"ওঝা বলিল "তবে কি তোর দুধ খাওয়া হয় নাই?"

"হাঁ, দুধ আমি সব খাইয়াছি। আজ আর গরুর দুধ হবে না।"

"তবে বামুনের মেয়েরে আর কষ্ট দিস্ কেন? ছাড়িয়া যা! শীঘ্র যা!"

হাঁ, আমি যাইব, যাইতেছি, এই চলিলাম—এই বলিয়া রামদাসী পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং ক্ষণেক পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন।

অক্ষয় বাবু প্রথমে গরুটাকে পরীক্ষা করিলেন। দুগ্ধ-দোহনের

সবিশেষ চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে রাত্রিতে এক ফোঁটা দুধও পাওয়া গেল না। পরদিন হইতে যথানিয়মে দুধ পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিবেশীদিগকে এবং গ্রামের বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি প্রায় হতাশ হইয়া ঐ গ্রামের এক অতিবৃদ্ধ কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কোন চক্রবর্ত্তী বাস করিত, জানেন কি? এই বৃদ্ধের বয়স আশি (বা অধিক) হইবে। তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কোন চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ জমিতে (অক্ষয় বাবুর বাগানটি দেখাইয়া) এক চক্রবর্ত্তী কিছুকাল বাস করিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল অথবা তাহার কি হইল কেহই জানে না। ওটা চক্রবর্ত্তীর ভিটা বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।"

অক্ষয় বাবুর মুখে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনিবার পর একদিন আমি স্বয়ং ভদ্রেশ্বর ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি নিরক্ষর ও অন্ত্যজ। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা বলিল তাহা অক্ষয় বাবুর বৃত্তান্তের প্রায় অনুরূপ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অপঘাত হইলেও একশত বৎসরেও কি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয় না? প্রেতত্বের উর্দ্ধসীমা (maximum limit) কিছু নাই কি? ইতি*

বরিশা, ২৪ পঃ
২৮ বৈশাখ, ১৩১৬

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

* এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ উহার উত্তর দিতে অভিলাষ করেন, তবে যথাযোগ্য বোধ করিলে আমরা আনন্দের সহিত তাহা প্রকাশ করিব। অঃ রঃ সঃ।

"পুনরাগমন"।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(১০)

ছোট ঠাকুরদার আগমনে কিছু নাটকীয় বৈচিত্র ছিল।

আমি দেখিলাম, প্রাতঃকাল হইতেই গোপাল কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার এত প্রিয় মাও তাহাকে আজ আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

প্রথমে ভাবিলাম, পিতার তীব্রবাক্যে আহত বালক আর আমাদের ঘরে থাকিয়া সুখ পাইতেছে না। তাই বোধ হয় শান্তিলাভের আশায় সে মাঝে মাঝে বাহিরে আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলার প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্ত মা আমাদের আদেশ পাঠাইলেন। চাকর তৈল লইয়া আমাকেই স্নান করাইতে আসিল। আমি তাহাকে গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল,—"আমি তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বিলম্ব আছে বলিয়া, আমার সঙ্গে আসিতে চাহিলেন না।"

আমি। বলিলি না কেন, মা তাড়া দিতেছেন।

ভৃত্য। তাও বলিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে গোপালবাবু জল মুখে দেন নাই বলিয়া, মা তাঁহাকে বারংবার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। একথা শুনিয়াও তিনি আসিলেন না।

মনে করিলাম. নিজেই যাইয়া গোপালকে ডাকিয়া আনি। গোপালের সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিবার পর, কি জানি কেন গোপালের প্রতি আমার একটা মমতা আসিল। কিন্তু বিচার

বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম, এ মমতা অন্য কিছুই নয়, মনের একটা দুর্ব্বলতা। গোপালের সঙ্গে পিতার যে কথা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছি, গোপাল আজ গৃহত্যাগ করিতে পারিলে, কালিকার জন্য অপেক্ষা করিবে না। তাই বিচ্ছেদের পূর্ব্বক্ষণে, স্মরণমাত্রেই মন আপনাআপনি কেমন দুর্ব্বল হইয়াছে। একটা গৃহপালিত পশুর অভাবেই যখন মনে কষ্টের উদয় হয়, তখন একজন আশৈশব সঙ্গীর অভাব স্মরণে মনের চাঞ্চল্য আসায় বিচিত্রতা কি! মনকে বুঝাইয়া স্থির করিলাম; গোপাল না আসে না আসুক, আমিত স্নান করি। চাকরকে বলিলাম,—"তবে আমাকেই তেল মাখাইয়া দে।"

স্নান করিতে যাইয়া দেখি, শ্যাম গোপালকে ধরিয়া আনিতেছে। তাহাকে আমার কাছে আনিয়াই শ্যাম বলিল—"নাও খুড়ো! স্নান কর। অসুস্থ দাদা কি বলিতে কি বলিয়াছেন। রোগে তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক নাই। তাঁহার কথায় কি রাগ করিতে আছে? মা বাড়ীর ভিতরে ব্যস্ত হইতেছেন।"

গোপাল একথার কোনও উত্তর না করিয়া আমার নিকটেই উপবিষ্ট হইল, এবং তৈল পাত্র লইয়া নিজেই মাখিতে বসিয়া গেল। তাই দেখিয়া ভৃত্যটা তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়া গোপালকে তেল মাখাইতে চলিল। গোপাল কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"প্রয়োজন নাই।"

আমি বলিলাম—"গোপাল! আমি বুঝিতেছি, তুমি কাজ ভাল করিতেছ না।"

গোপাল। আমার বুদ্ধিতে আমি ঠিকই কাজ করিতেছি। ভাই! ইহার পরে তেল জোটাই ভার হইবে, ত মাখাইবে কে?"

আমি। পিতাই কি এতই অপরাধী গোপালকৃষ্ণ? আর যদিই

তাঁর অপরাধ হইয়া থাকে, তা হইলে কি তৎপ্রতি তোমার এরূপ আচরণ দেখান উচিত ?

গোপাল। তোমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। আমি ত তাই মনে কিছুই করি নাই।

আমি। কিন্তু আচরণে যে তা দেখিতেছি না।

গোপাল। তোমরা আমার আচরণ বুঝিতে পারিতেছ না।

শ্যাম বলিয়া উঠিল—"তা খুড়োর আচরণ বুঝা, আমাদের মত বোকার ক্ষমতা ত নয়, স্বয়ং শিব ঠাকুর বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমি ত খুড়ো, সাত জন্ম সিদ্ধি খাইয়া বুদ্ধি বাড়াইলেও বুঝিতে পারিব না।"

গোপাল হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি যে ভাই বুঝিয়াও বুঝিবে না।"

শ্যাম পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল—যা' বুঝিতেছি তাই কি ঠিক ?

গোপাল মাথা চুলকাইয়া ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"তা হ'লে দেখিতেছি, খুড়ো আমাকে চিনিয়াছে।"

আমি কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"তবে কি একেবারেই আমাদের মায়া কাটাইতেছ ?"

গোপাল। তা পারিব কি ?

আমি। আরকি এখানে আসিতে হইবে না ?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বলিব। সেটা পিতার অভিপ্রায়ের উপরই নির্ভর করিবে।

আমি। কবে যাওয়া হইতেছে ?

গোপাল। পিতা আজ আসিলেই বুঝিতে পারিব।

আমি। আমিও দেখিতেছি, তোমার মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে।

গোপাল কোনও উত্তর করিল না। আমিও আর কোন কথা কহিলাম না। স্নানান্তে আমরা আহার করিতে চলিলাম।

(১১)

বৈকালে ডাক্তার আসিলেন। আসিয়াই পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"তর্কনিধি মহাশয়! আজ কেমন আছেন?"

পিতা। বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার আর প্রশ্ন না করিয়া, শব্দমানাদি-যন্ত্র সাহায্যে সেই দুরন্ত রোগটার গোপন-স্থান অন্বেষণে ব্যগ্র হইলেন। অন্বেষণের আবেগে তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল। মনে হইল যেন, সেই দুরারোগ্য দুর্ব্বোধ্য রোগ দেহের কোন পঞ্জর-প্রাচীরের অন্তরাল হইতে তাঁহার চোখে আঙ্গুল দিয়াছে। অনেকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন—"আজ আপনাকে কিছু অতিরিক্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে।"

পিতা ক্ষীণতর স্বরে বলিলেন—"আজ কিছুই গলাধঃকৃত করিতে পারি নাই।"

ডাক্তার। তা না করিলে শুধু ঔষধে কোনও ফল হইবে না। উপযুক্ত আহার না করিলে দেহ টিকিবে না।

পিতা। সাগু ও বার্লি—ও গোমূত্র আমি আর মুখে করিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার। ভাল, ব্রথের ব্যবস্থা করিয়া দিই না কেন। মুখরোচকও হইবে, অথচ শরীরের বেশ পুষ্টিসাধন হইবে।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! টেরিটি বাজার হইতে গোটা দুই পায়রা আনাও।"

পিতা যেন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"না—না—এখানে ওসব কিছু হইবে না।"

ডাক্তার। বেশ, তবে আনাইয়া, যত শীঘ্র পার, আমার ডাক্তার খানায় পাঠাইয়া দাও।

পিতা। ডাক্তার বাবু! ও সকলে আর কাজ নাই।

ডাক্তার। আপনি পণ্ডিত হইয়া একি কথা বলিতেছেন। "শরীর মাদ্যং"—এ "আদ্যং"টা না করিলে যে আপনার প্রত্যবায় হইবে। শরীরকে দুর্ব্বল পাইলেই রোগ আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। আপনি আর পাঁচ জনের জন্য দেহ রক্ষা করিতেছেন। আপনার প্রাণ থাকিলে, কত লোক নীতি ও ধর্ম্মে পণ্ডিত হইবে, তার সংখ্যা কি? আপনি আর দ্বিধা করিবেন না। আমার কম্পাউণ্ডার ব্রাহ্মণ। আমি তাহাকে দিয়াই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।

পিতা নিরুত্তর রহিলেন। সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া ডাক্তার বলিলেন—"ভাল, আপনাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না। আমিই সে সমস্ত জোগাড় করিয়া আপনার কাছে বোতলে পুরিয়া পাঠাইতেছি। পিতার দেহরক্ষার জন্য ডাক্তার বাবুর ব্যাকুলতা দেখিয়া আমাদিগকেও ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার দর্শনীটি দিতে হইল। যাইবার সময়, তিনি বেচুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, পিতা আমাকে বলিলেন—"কি গোপীনাথ! পায়রার ঝোলটা খাইব?"

আমি। ঝোল, আপনাকে কে এ কথা বলিল? ব্রথ—ব্রথ—জৈবরস দৌর্ব্বল্য ব্যাধির মহৌষধ। বোতলে পুরিয়া, ছিপি আঁটিয়া, লেবেল মারিয়া আসিতেছে।

পিতা। কি যে হতভাগা রোগ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি। এইবারে রোগকে সরিতেই হইবে।

পিতা। দেখো যেন তোমার গর্ভধারিণী না জানিতে পারে।

আমি। আপনি ও আমি জানিলাম, আবার কে জানিবে!

পিতা। সে হতভাগাটার কাছেও একথা প্রকাশ করিও না। জানিতে পারিলেও যাইবার সময় একটা অনর্থ বাধাইয়া যাইবে।

আমি। সে আর এ দিকে আসিতেছে না।

পিতা। হতভাগাটা করিতেছে কি?

আমি। সে বাহির দরজায় বসিয়া তার বাপের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে।

পিতা। তাহার মাথা করিতেছে। কি অকৃতজ্ঞ দেখিলে? সারা-দিনের মধ্যে আর একবারও আমাকে দেখিতে আসিতে পারিল না!

আমি বলিলাম—"তাহার মস্তিষ্ক বিকার ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া স্নানান্তে যে যে কথা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক পিতার কাছে বলিলাম।

পিতা শুনিয়া বলিলেন,—"মস্তিষ্ক বিকার তাহার ঘটিয়াছে, না তোমার! সে আমার কাছে তখন কি বলিল, বুঝিয়াছ কি? 'না ছাড়িলে তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের, এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।' শোকের ও মৃত্যুর কারণ না হয় সে যে কোন প্রকারে হইতে পারে। কেননা তোমার গর্ভধারিণীর গোপালের প্রতি যেরূপ মমতা, তাহাতে গোপালের কোনও ভাল মন্দ হইলে, তাঁহারও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু 'অপবাদের কারণ হইবে'—ইহার অর্থ কি? বরং গোপাল এখানে না থাকিলে, দেশে ও এখানে প্রতিবেশীদের কাছে, তাঁহার নিন্দা হইবার সম্ভাবনা।"

আমি। আপনি কি কিছু বুঝিয়াছেন?

পিতা। আমি অনেক চেষ্টাতে এই মাত্রইত বুঝিয়াছি যে, গোপালের অনুমান এখানে তাহার জীবনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন—

"তাহার বোধ হইয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বুদ্ধির বিকাশে আমরা পিতা পুত্রে ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। এখন তুমি কি ও হতভাগাকে এখানে আর থাকিতে অনুরোধ কর?"

আমি। বাপের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তবে কি তার ভান মাত্র?

পিতা। তুমিও যেমন মূর্খ। এত ইংরাজী বই পড়িলে, তথাপি তোমার জ্ঞান হইল না! প্রত্যক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই সময়ে সময়ে মিথ্যা হইয়া যায়, তা স্বপ্ন একটা অলীকচিন্তা—সে কখন কি সত্য হইতে পারে! পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র না থাকিলে, আমিত তাহার আসিবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

বহির্ভাগে শব্দ হইল—"রাধানাথ!" তড়িতাহতের মত পিতা শয্যায় পতিত হইলেন। আমিও যেন কিয়ৎক্ষণের জন্য সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। অথচ কি মিষ্টস্বর! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পিতার পদ প্রান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় গোপালকে অগ্রে করিয়া ছোট ঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই দীনবেশধারী ব্রাহ্মণের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আর আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ আমার কেমন কঠিন হইয়া পড়িল। কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসায় কি যে উত্তর দিলাম, তাহাও আমার স্মরণে আসিতেছে না। আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া মাতাকে সংবাদ দিবার অছিলায় সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

(১২)

নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু মুদিয়া নিজের ঘরের শয্যায় শুইয়া আছি, এমন সময় শ্যাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—"শীঘ্র আসুন, কর্ত্তা মহাশয় আপনাকে নীচে ডাকিতেছেন।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ছোট ঠাকুরদা ?"

শ্যাম। মা তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছেন।

আমি। দুজনে কি কি, কথা হইল, শুনিয়াছ কি ?

শ্যাম। সময়ে আসিতে পারি নাই বলিয়া, সব শুনিতে পাই নাই। তবে কতক কতক শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি, খুড়ো ভাইপোর আজ হইতে কাটান ছাড়ান হইয়া গেল।

কি কথা হইয়াছিল শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ সত্ত্বেও শ্যাম আমাকে তৃপ্ত করিল না। বলিল "অবকাশ মত বলিব। এখন ছোট ঠাকুরদা ফিরিতে না ফিরিতে কর্ত্তা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসুন। বেচু ব্রথ্ আনিতে গিয়াছে, আমি তাহাকে সাবধান করিতে চলিলাম।"

শ্যামের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি পিতার সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম পিতা আমার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন! গৃহে প্রবেশ মাত্রই তিনি বলিলেন—"তোমার গর্ভধারিণীর জন্যই দেখিতেছি সব নষ্ট হইল। নির্ঝঞ্ঝাটে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল। দামোদরের সেবার লোকাভাব বলিয়া রমানাথ তাহার পুত্রকে লইতে আসিয়াছে। পৃথক্ হইবার এমন সুবিধা—তোমার গর্ভধারিণী বুঝি হইতে দিল না। সে গোপালকে রাখিবার জন্য তোমার দাদার পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিতেছে।

আমি। মা কি গোপালকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন ?

পিতা। না পারেন, তোমার অদৃষ্ট।

গোপাল এখানে থাকিলে আমার অদৃষ্টের কি হানি হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"থাকিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হইবে ?"

পিতা। এক অনিষ্ট তোমার পাঠের ক্ষতি! তুমি আর শত চেষ্টাতেও গোপালকে হারাইতে পারিবে না। গোপনে সন্ধান লইয়াছি, গোপাল প্রতি উত্তর-পত্রে একটা করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখে নাই। তবু সে এবারেও প্রথম হইয়াছে। তুমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়াও তার সমান হইতে পার নাই।

শুনিবামাত্র সুপ্ত ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"তা হইলে উপায়? মায়ের অতি আগ্রহে যদি দাদা গোপালকে রাখিয়া যান?

পিতা। তাইত বলিতেছি, তোমার অদৃষ্ট।

আমি। এবারে আমি প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি কিছুতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিব না। মাষ্টারের পক্ষপাত না থাকিলে, কখনই এরূপ হইতে পারে না।

পিতা। আমিও ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যে কারণেই হউক, পর বৎসর এরূপ হইলে তোমার ভবিষ্যতে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। দুশ্চিন্তায় তোমার বুদ্ধি হানি ঘটিতে পারে।

আমি। এবার দ্বিতীয় হইলে, আর আমি ও ইস্কুলে পড়িবই না।

পিতা। এ ক্ষতিও তত ধরি না। দ্বিতীয় ক্ষতি—এবং সেটা বিশেষ ক্ষতি, গোপালকে এখানে রাখিলে যা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি ও ভবিষ্যতে করিব, তাহার অর্দ্ধেক গোপালকে দিতে হইবে।

আমি। কেন? এত আর গোপালের পিতার উপার্জ্জন নয়?

পিতা। তা হইলে কি হইবে! একান্নবর্ত্তী পরিবার—একজনের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে গোপালের পিতার সমান অধিকার। গোপাল যদি এখানে না থাকিত, তা হইলে একান্নবর্ত্তিত্ব থাকিত না। কিছু কিছু মাসে মাসে দয়া করিয়া দিলেই লেঠা চুকিয়া যাইত। শরীরের

ভাল মন্দ কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। বয়স হইয়াছে। মাঝে মাঝে নানা বিজাতীয় ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে। যদি মারা যাই, তাহা হইলে গোপাল চুল চিরিয়া বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা লইবে।

আমি। গোপাল ত আজ পর্য্যন্ত একত্র আছে। সুতরাং আজ পর্য্যন্ত যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার কি হইবে?

পিতা। আমি যে কি উপার্জ্জন করিয়াছি, তা কে জানে? স্ত্রী-পুত্রই জানেনা। পরের ঘরে বাসা করিয়া আছি। যা উপার্জ্জন করিতেছি, তা যে সব সংসার খরচেই যাইতেছে না, তাহা আমি ভিন্ন আর কে বলিতে পারে! আমার জীবদ্দশায় অর্থ হানির কোনও ভয় নাই। তবে আমি মরিলে সম্পত্তির কথা গোপন না থাকাই সম্ভব। সম্ভব কেন—কোম্পানীর রাজত্ব—আমি মরিলে, আদালতের গোচর হইবেই।

এত দিন পরে আমার প্রতি পিতার মমতা পূর্ণরূপে অনুভব করিলাম। বুঝিলাম, গোপালকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে আমা অপেক্ষাও পিতার আগ্রহ অধিক। কিন্তু পিতা কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, জানিবার জন্য মনে বড়ই কৌতূহল হইল।

পিতা যেন মন বুঝিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া, কেহ কোথায় আছে কিনা—দেখিয়া, অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"গোপীনাথ! এ যাবৎ কিছু কম তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছি।"

শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। সম্পত্তির একটা মোহিনী ছবি তড়িদ্বিকাশের মত যেন আমার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"আরও দুই চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারিব। এই সমস্ত সম্পত্তিই

তোমার। এখন বল দেখি, গোপালকে তুমি আর এখানে রাখিতে চাও ?"

আমি। হাজার দশবারো টাকা দিয়া উহাদের বিদায় করুন না কেন! তা'হলে বোধ হয় ছোট ঠাকুরদা আহ্লাদের সহিত গোপালকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন।

পিতা। বল কি মূর্খ! আমার এত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ, আমি একটা নিষ্ক্রিয় অলসকে দিয়া যাইব ? উপার্জ্জন করিতে যাইয়া অত্যধিক পরিশ্রমে আমি এই বয়সেই শরীর ভগ্ন করিয়া ফেলিলাম, আর সে দামোদরের নামে দুই বেলা ক্ষীর মাখনে দেহ পুষ্ট করিয়া, বসিয়া বসিয়া, সেই উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিবে ?

আমি। ইহার উপরে যদি তাঁহার কিছু কৃতজ্ঞতা থাকিত! আপনার অসুখের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আপনাকে দেখিতে আসা তাঁর সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল ?

পিতা। তার কৃতজ্ঞতায় আমার কিছু আসে যায় না। আমি দুঃখীকে দয়া করিতে পারি, অলসতার প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমি। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। তাহাতে আমার বলিবার কি আছে!

পিতা। তা হইলে যেমন করিয়া পার, তোমার গর্ভধারিণীকে এই দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর। গোপাল যাহাতে তাহার পিতার অনুগমন করে, তাহার উপায় কর।

আমি। আমি কি উপায় করিব।

পিতা। কি করিবে সব আমাকে বলিতে হইবে! তবেই তুমি বিষয় রক্ষা করিয়াছ।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। বলিলাম—"আমিত কিছুই উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পিতা এই কথায় একটু সক্রোধে বলিলেন—"তোমার দাদা তাহার পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, লইয়া যাইবার নানা কারণ দেখাইতেছে—তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সম্মুখে যাইয়া দাদার পক্ষ সমর্থন কর।

কার্য্যের কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া অনিচ্ছায় গৃহ-ত্যাগ করিতে যাইতেছি, এমন সময় ছোট ঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

যমালয়ের পত্রাবলি।

১ম পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে অধীরভাবে আমি কতক্ষণ যে ঘুরিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে যেমন কাল বিভাগ আছে, নরকে সেইরূপ নাই। বহুক্ষণ, অল্পক্ষণ ইত্যাদিরূপ মনে হইলেও সেখানে সব জিনিষই যেমন কাল্পনিক, সময় জ্ঞানটাও তদ্রূপ। পূর্ব্বের মত সেই দূরস্থিত আলোক লক্ষ্য করিয়া আমি চঞ্চল চরণে ছুটিতে লাগিলাম। এতদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সে আলোক যে দূরে সেই দূরেই রহিয়া গেল। বরঞ্চ, আমার বোধ হইল, তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে।

প্রথমে, তাহা আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু, শীঘ্রই আমি স্থির নিশ্চয় হইলাম যে, ইহাতে আমার চক্ষুর কোনও অপরাধ নাই; বস্তুতঃ আলোক ক্ষীণতর হইতেছে। তীব্র, উজ্জ্বল আলোক ক্রমে অস্ফুট যেন ছায়ালোকে পরিণত হইল। তাহা যেন প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রভাহীন দীপ্তিতে সেই স্থানকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে স্থানটা অনতিবিলম্বে আলোক লেখা বর্জ্জিত অচ্ছেদ্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িবে।

মানবের কল্পনাতীত, আমার যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আসিতেছে একথা জীবিত তোমাদিগের বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু প্রকৃতই, পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক যন্ত্রণা আমায় ঘিরিতেছে, বুঝিলাম। অপরের তীব্র যন্ত্রণা দেখিয়া আমি নিজের জন্ত ঘোর উৎকণ্ঠা পরিপূর্ণ হইলাম; তাহাদিগের হৃদয়বিদারক ভীষণ কার্য্যকলাপ দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল না, আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সঙ্কুচিত করিলাম। তোমরা ভাব যে, নরকে পরের দুঃখে ও চিন্তায় আত্মবিস্মৃতি আসে, অপরের যন্ত্রণা ভাবিতে ভাবিতে আপনার তীব্র দুঃখ মানব ক্ষণিকের তরেও ভুলিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না; যে তীব্র গরল সেখানে প্রাণকে জর্জ্জরিত করে, অপরের চিন্তায় তাহা উপশমিত হয় না। হে মর্ত্ত্যবাসী, পৃথিবীতে তোমাদিগের শত শত দুঃখ ও মর্ম্মবেদনার কারণ সত্বেও তোমরা সুখী, তোমাদিগের যেমন ধারণা শক্তি তোমরা সেইরূপ বিচার কর। সেখানে চিত্তপ্রসাদের লেশমাত্রও নাই, পরের দুঃখে, আপনার যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার কোনও উপায় নাই। মর্ত্ত্যে, মনকে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করণে যে এক প্রকার শান্তি আসে, মরণের পর এখানে আসিলে, তাহা আর হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,আমি আপন দেহকে সঙ্কুচিত করিলাম। মানব এখানে, কতখানি যে আপনার দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারে, কঠিন শরীরধারী তোমাদিগকে তাহা কিরূপে বুঝাইব। বিবরমধ্যস্থিত ভেকের মত গুটি সুটি মারিয়া, ভূমি আলিঙ্গন করিয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। পার্শ্বে কি জানি কাহার কাতর দীর্ঘ নিশ্বাস আমার আত্মচিন্তা ভাঙ্গিয়া দিল, আমি ভয়ে চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার গাঢ়তর হওয়ায় আমি অতি কষ্টে বুঝিলাম, আমারই মত আর একজন লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার বীভৎস আকার, বদন বিকৃত, গলদেশে রজ্জুবন্ধন; মাঝে মাঝে সে আতঙ্কে চারিধার নিরীক্ষণ করিতেছে এবং চকিত-ভাবে সেই রজ্জুর দুই প্রান্তদেশ লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; কখন বা অঙ্গুলিদ্বারা রজ্জুবন্ধন শিথিল করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভীতচকিত মূর্ত্তির নয়নদ্বয় আবার আমার উপর স্থির হইল; তাহার নেত্র যেন প্রকোষ্ঠদেশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে; তাহার মনে যেন কত কি প্রশ্ন জাগিতেছে, ভাবে হৃদয় স্ফীত হইতেছে, দলিত ভাষা অধরোষ্ঠকে কাঁপাইতেছে, কিন্তু কি যেন বিভীষিকায়, বাক্যস্ফুরণ করিতে সে যেন সাহস পাইতেছে না। আমি ভাবিলাম, আমারই প্রথম সম্ভাষণ করা উচিত।

দূরাগত সেই অতিক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকরশ্মির দিকে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া আমি বলিলাম, "আলোক ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইতেছে; শীঘ্রই হয় ত আমরা গভীর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িব।"

সেই বিকৃত আকৃতি উত্তর করিল, "হাঁ, শীঘ্রই রজনী হইবে।" তাহার ভাষা, সে কি ভাষা? তাহা অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দ মাত্র।

"কতক্ষণ এইরূপ থাকিবে?"

"তাহা কি করিয়া বুঝিব? ইহা দুই এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইতে পারে, শত শত বৎসরও ব্যাপী হইতে পারে। এখানে আমরা কালের মাপ বড় বুঝিতে পারি না, তবে এই মাত্র জানি যে, এই যন্ত্রণাদায়ক নিশা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী, এই ভয়ঙ্করী রজনীর যেন শেষ নাই।"

"তবে এটা নিশ্চিত যে আবার দিবা আসিবে?"

"হাঁ, আবার দিবা আসিবে, মর্ত্তে আমরা যাহাকে ক্ষীণালোকিত কৌক-জ্যোৎস্না বলি, তাহাকে যদ্যপি তুমি দিবালোক বল, তাহা হইলে আবার দিবালোক ফিরিবে। আমার মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ দিবা নয়। সে যাহাই হউক, আমি দেখিতেছি তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ।"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ আমি নবাভ্যাগত, আমার সবে মাত্র মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তাহাও ত অল্প দিন বলিয়া মনে হইতেছে না।"

"স্বাভাবিক মৃত্যু?"

আমি উত্তর করিলাম, "নিশ্চিত! তা'ছাড়া আবার কি?"

"তা' ছাড়া আবার কি"—আমার এই কথায় সে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহার বিকট বদন বীভৎসভঙ্গীতে আমার দিকে একবার ফিরাইয়া সে করুণভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, আমার কথায় উত্তর দিতে তাহার কোনও ভাষা সরিল না।

আমিও আর তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিলাম না। এই অপ্রাতিকর কথাবার্ত্তা আমার একেবারে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"আত্মঘাতীর কি ভীষণ যন্ত্রণা! আমার কোথাও শান্তি নাই; আমি কেবল পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি, সকলেই আমাকে

উদ্বন্ধনে মারিতে চায়! তবে, তোমাকে দেখিয়া আমার তত ভয় হইতেছে না; তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ; তুমি নিজেই আত্মাবস্থায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছ, তুমি আর আমার কি অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে। আচ্ছা, আমার ত নিজের প্রাণ আমি স্বেচ্ছায় হনন করিয়াছি, লোকাপবাদ ও সংসারিক যন্ত্রণাভারের হস্ত হইতে মুক্ত হইব, এই আশায় গভীর নিশীথে নির্জ্জন গুপ্ত গৃহে উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছি! তবে আবার মরণের এত ভয় কেন? প্রাণ ত গিয়াছে, তবে কাহার সংরক্ষণে আমার এত চেষ্টা? তাহা জানি না। আমি বুঝি আমার এই আয়াস, এই উদ্যম, এতটা ভয়, সবই কাল্পনিক। যাহা আমার নাই, তাহা কি করিয়া অপরে হরণ করিবে? কি জানি, তবু কেন, প্রাণে এই ভয় জাগিলেই আমি নির্ব্বোধের মত পলায়ন করি; মনে হয়, আমি যেন শত প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, মনে হয়, যেন এই স্থান কেবল ফাঁসুড়িয়ার দ্বারাই পরিপূরিত, আর আমি তাহাদিগের হস্তে সম্পূর্ণ অসহায়। দেখিতেছ না, আমি এই রজ্জুর প্রান্তদ্বয় সাবধানে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি; সর্ব্বক্ষণ ভয়, পাছে এই নিষ্ঠুর ঘাতকেরা তাহার সন্ধান পায় ও সজোরে গলদেশে ফাঁসটা টানিয়া দেয়। হায়! কেন আমি আত্মঘাতী হইলাম! কেন সামান্য দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশায়, মানব-কল্পনাতীত এই যন্ত্রণার সাগরে আমি স্বেচ্ছায় ঝম্প প্রদান করিলাম! তখন ভাবিয়াছিলাম মৃত্যু! সে এক প্রকার শান্তিময়ী অনন্তকালব্যাপিনী নিদ্রা! এখন দেখিতেছি, যাহা নিদ্রা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কি ভীষণ স্বপ্ন-জাগরণ!"

শোকের আবেগে তাহার ভাষা কণ্ঠে আবদ্ধ হইয়া গেল, হৃদয়

যন্ত্রণাভারে স্ফীত হইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গের বিকট বিকৃতি তাহার মনের শোচনীয় ভাব ব্যক্ত করিয়া দিল।

সে কিয়ৎক্ষণ আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। কি জানি, কেন আমি তাহার দিকে আমার হস্ত একবার সঞ্চালন করিলাম; ইহাতে যে কোনও আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহা নয়। সে কিন্তু মনে করিল যে, আমি তাহার গললগ্ন রজ্জুখণ্ডকে আকর্ষণ করিতে যাইতেছি; তাহার সমস্ত অঙ্গ আশঙ্কায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তোমরা দেখিয়াছ, মেঘকোলে সৌদামিনী কিরূপ ক্রীড়া করে; সে তাহার অপেক্ষা দ্রুততর, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আমি দেখিতে পাইলাম না। আমিও ভয়ে (পাছে সে আবার ফিরিয়া আসে:) সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। এখানে ত অপরের চিন্তায় আত্মবিস্মৃতি নাই, আবার নিজের দুঃখভার লইয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া আত্ম-চিন্তায় যে শান্তি তাহারও আশা নাই।

আমি এক গহ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত হইতে না হইতে দেখি সেখানেও এক আত্মঘাতী আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়াই নিজ যন্ত্রণা-কাহিনী আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কর্ণবিবরে ঢালিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এইরূপে যেখানেই যাই সেইখানেই নয় অপঘাত মৃতের বীভৎস ব্যবহার, নয় আত্মঘাতীর মর্ম্মান্তিক যাতনা। কেহ উজ্জ্বল ফলক-বিশিষ্ট ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা বসন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেছে ও মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করিতেছে, বক্ষ হইতে কাল্পনিক রুধিরস্রাব কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। কেহ বা শূন্যে চারিধারে ঘাতকের তরবারী নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও শান্তি নাই। কেহ বা কাল্পনিক অগ্নির দাহন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অস্থির। যাহার জলনিমজ্জন-হেতু অপমৃত্যু হইয়াছে, সে চতুর্দ্দিকে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল বারিধি কল্পনা

করিয়া, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে যেখানেই যাই, সেইখানেই ঘোর যন্ত্রণা, মর্ম্মান্তিক পীড়া, আত্মপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা ও নিরাশায় আর্ত্তনাদ। আমি ভয়ে, যন্ত্রণায়, নিরাশায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিলাম। সে যে কি কষ্ট, তাহা ভাষায় বলিবার কাহারও শক্তি নাই; তাহা যে না ভোগ করিতেছে, সে কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

কিন্তু, একটা দৃশ্য দেখিয়া সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমি ক্ষণিকের তরে বিস্ময়ে পরিপূরিত হইলাম। আমি জন কতক লোক দেখিলাম, তাহারা এই ভীষণ স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। কোনও রূপ যন্ত্রণা যেন তাহাদিগের প্রশান্ত চিত্তে কোনও তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। তাহাদিগের কাহারও বহির্জ্জগা নাই; এত যে পাতকীদিগের আর্ত্তনাদ বা অপমৃতের বীভৎস অভিনয়, কিছুই তাহারা জানিতে পারিতেছে না, অথচ তাহারাও সেইস্থানে আসীন। বরঞ্চ তাহাদিগের বদনের বিমল কান্তি দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা কি মনোরম সুখ-স্বপ্নে নিমগ্ন। তাহারা সেখানে নিথরভাবে বসিয়া আছে, অথচ তাহাদিগের সম্বিত আর কোন পবিত্র শান্তিক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে। আমি তখন এই রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু এখন জানিয়াছি তাহারা কাহারা। তাহারা পরার্থে, ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য, আত্ম বলিদান দিয়াছেন। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া যতদিন কালপূর্ণ না হয়, ততদিন এইস্থানে বাস করিতে হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বার্থ চিন্তা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা এই স্থানের ভীষণ যন্ত্রণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। সে যাহাই হউক, তাহারা আমার ঘোর যন্ত্রণার কোনও সহানুভূতি করিল না, আমিও তাহাদিগের মনের অবস্থা কিছুই বুঝিলাম না, তাহাতে আমার মনে এক প্রকার বিরক্তি অধিকার করিল। সেই বিরক্তি হইতে নূতন

এক প্রকার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আমি অস্থির হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। জ্ঞানহীন, উন্মাদের মত, কতদূর যে যাইলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। এক গহ্বরের মধ্যে জড়সড় হইয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। প্রথমপত্র সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

সেবাব্রত পরিব্রাজক।

দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(১৩৭ পৃষ্ঠার পরে)

গত রাত্রির কথাবার্ত্তায় ব্যোমকেশ যেন কি একটা নূতন আলোকের আভাস পাইয়াছিল। ঋষিদিগের সত্যানুরাগ, জ্ঞানলিপ্সা, সংযম ও যোগাভ্যাস এই সমস্ত বিষয় যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন তপোবনালঙ্কৃত, সামগানমুখরিতা, পবিত্র যজ্ঞধূমপূত, স্নিগ্ধ শ্যামছায়াবিভূষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-লীলাভূমি—যথায় প্রকৃতিদেবী আপনার শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহার প্রিয়পুত্রগণকে চিরদিন লালন করিতেন, যথায় বিলাস লালসাশূন্য সর্ব্বভূতহিতকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ-রসে ডুবিয়া থাকিতেন, ক্ষত্রিয় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া প্রজাপালন করিতেন, বৈশ্য লোকরক্ষার্থ ধনার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতেন, এবং শূদ্র অপরাপর সকলের সেবা করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিত—সেই মহামহিমা-মণ্ডিত প্রাচীন আর্য্যভূমির একখানি স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলেখ্য তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ভাবের নেশা তাহাকে যেন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল, এবং কতক্ষণে সে পুনরায় সে পুণ্যকাহিনী শুনিয়া চরিতার্থ হইবে সেই আশায় সোৎসুক হৃদয়ে সায়াহ্নে বন্ধু সম্মিলন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, এবং সকলে পুনরায় একত্রিত হইয়া

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে ঘেরিয়া বসিল। ব্যোমকেশ ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল—"দাদা ম'শায়, যে নব্য বিদ্যার গর্ব্বে স্ফীত হয়ে, এতদিন আপনাদিগকে অনাদর করে এসেছি, আপনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চখে যেন সে বিদ্যারজ্যোতিঃ সকালবেলার চাঁদের মত ম্লান হয়ে যাচ্চে। বাস্তবিকই আমরা নিজেদের কোন সংবাদই রাখি না এবং রাখতে পছন্দও করি না। সাহেবি বিদ্যাশিক্ষা ক'রে একবারে সাহেব সাজ্‌তে গিয়ে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত দাঁড় কাকের ন্যায় শুধুই হাস্যাস্পদ হয়ে প[illegible] আমি আপনার শরণাগত হচ্চি, যাতে আমার যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্য্য। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন। এই বৃদ্ধ বয়সে যদি তোদের মধ্যে যথার্থ স্বদেশানুরাগ জেগে উঠতে দেখি, তা'হলে সুখে মর্‌তে পার্‌বো। তোর মনটা দেখ্‌ছি একটু ভিজেছে, তাই একটা কথা বলি ভাল ক'রে শোন। শুধু করকচ সুন আর গুড়ে রসগোল্লা খেলেই স্বদেশী হওয়া হবে না। স্বদেশকে, স্বদেশী-ধর্ম্মকে, স্বদেশী-জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভাল ক'রে চিন্‌তে শেখ, স্বদেশের সনাতন অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও তদনুসঙ্গী নানাশ্রেণীর জ্ঞানরাজী লাভ করে যথার্থ স্বদেশী হও, এবং জগতের সাম্‌নে এক নবোজ্জ্বল আদর্শ খাড়া ক'রে মানব জাতির কল্যাণসাধন কর এবং আপনারাও ধন্য হও।

ব্যোমকেশ। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেইরূপই মতিগতি হয়। এখন আমাদের পূর্ব্ব কথা সুরু হোক্।

ভট্টাচার্য্য। আমরা এপর্য্যন্ত যে আলোচনা করেছি, তার একটা পুনরাবৃত্তি করা যাক্। আমাদের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কথাবর্ত্তায় আমি বলেছি প্রবৃত্তিমার্গী জীব ভূর্ ভুবঃ এবং স্ব এই লোকত্রয় আশ্রয় ক'রে থাকে, এবং এই লোকত্রয় কি, এই কথাটা ভাল ক'রে বোঝাবার জন্য আমরা জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কচ্ছিলাম। তাই না?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ। আমরা ইথারকে জড়ের চতুর্থ অবস্থা ব'লে নির্দ্ধারণ কচ্ছিলাম। এই খানেই ত জড়রাজ্যের শেষসীমা বলিয়া আমরা জানি। অন্ততঃ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ইহার অতিরিক্ত কিছু বলে না।

ভট্টাচার্য্য। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এখনও শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিককুল যেরূপ ভাবে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছেন, তাহা আশা প্রদ বটে তাঁদের রসায়ন-শাস্ত্রোল্লিখিত চতুঃষষ্টি বা পঞ্চষষ্টি সংখ্যক মৌলিক-পদার্থ আর বোধ হয় অধিকদিন টিক্‌বেন না। তাঁরা যে প্রোটাইলের কথা আজকাল বল্‌চেন সেটা শুনেচিস কি?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ; Sir William Crookes বলেন এক-প্রকার সমজাতীয় (homogeneous) মৌলিক পদার্থ হ'তেই রসায়ন শাস্ত্র যাদিগে মূলভূত (elements) বলে, সে সমস্ত গুলির উৎপত্তি হয়েছে। এই পদার্থটির তিনি নামকরণ করেছেন 'প্রোটাইল' (Protyle)। তাঁর মতে এই প্রোটাইল হচ্চে জড় জগতের মূল উপাদান। কিন্তু এ মত এখনও সকলে গ্রহণ করেন নি।

ভট্টাচার্য্য। তা না করুন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গতি এখন ঐ দিকে। এখন কথাটা একটু ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর। ঐ যে প্রোটাইল, যাকে জড়ের প্রান্তসীমা বলা হচ্চে, উহা বাস্তবিক তাহা নয়। আমাদের আর্য্যবিজ্ঞানের মতে উহা ভূর্লোকের শেষসীমা, অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানে আমরা যাকে জড়পদার্থ বলে জানি, যা দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, মাটি, ইত্যাদি তৈয়ারী হয়েচে, তারি শেষ অবস্থা। কিন্তু এ ছাড়াও জড়ের বা প্রকৃতির আরও সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে। ঋষিদিগের বিজ্ঞান মতে জড়পদার্থ ক্রমেই সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ যে প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ব, তাহার সাত প্রকার অবস্থা আছে। সর্ব্বত্রই সেই এক প্রকৃতির বিকার, অতএব মূলতঃ

সবই এক, কিন্তু পরিণামের বিভিন্নতা বা বৈষম্য জন্য অবস্থার বিশেষ পার্থক্য জন্মে গেছে। একখণ্ড বরফ এবং অদৃশ্য জলীয় বাষ্প যে একই মূল উপাদানে তৈয়ারী এটা অশিক্ষিতের নিকট কিরূপ বোধ হয়? এ দু'টা জিনিষের মধ্যে কত পার্থক্য? যেন দুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ, কিন্তু বস্তুতঃ মূলে দু'য়েরই এক উপাদান। সেইরূপ মূলপ্রকৃতির পরিণামবৈষম্য জন্য যে সাত অবস্থার কথা বল্‌লাম, সে গুলিও ওই প্রকার পরস্পরের বিসদৃশ; একটা অবস্থা বা স্তর হ'তে আর একটি অবস্থা বা স্তরে উপস্থিত হলে মনে হবে, যেন একটা নূতন জগতে এলাম। সে জগতের নিয়ম প্রণালী, দৃশ্য, অধিবাসী, প্রাণী সমূহ সবই অন্য প্রকারের। সেই এক একটি স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে এক একটি লোক। এইরূপ সাতটি লোক আছে, যথা, ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, জন, মহ, তপ ও সত্য। ভূর্লোক অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে অবস্থার সহিত আমাদের সাধারণ পরিচয় রয়েছে, এ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ইত্যাদি করে সত্যলোকে পৌছিলে তবে জড়ের বা প্রকৃতির শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। কথাটা পরিষ্কার হ'ল কি?

ব্যোমকেশ। আপনি যা বলচেন্ তা বুঝচি বটে, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থাপন্ন জড়প্রকৃতি রচিত এই লোক সকলের অস্তিত্বের প্রমাণ কি আছে?

ভট্টাচার্য্য। প্রত্যক্ষই সমস্তের প্রমাণ, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। যোগাভ্যাস দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের স্ফুরণ হ'লে ক্রমে এই সমস্ত সূক্ষ্মলোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কেমন করে সেই সমস্ত শক্তির স্ফুরণ হয় সে সব কথা যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহে অতিশয় পরিস্ফুট ভাবে লেখা আছে। এখনও সাধনশীল ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সেই সমস্ত প্রণালীমতে জীবনগতি চালিত করিয়া বহুবিধ যোগৈশ্বর্য্যলাভ

করেন এবং ক্রমে সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। শুনেছি নাকি পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় এখন অনেকে আমাদের যোগপ্রণালী অবলম্বন কচ্চেন এবং তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধে অনেক নূতন ব্যাপার তাঁদের অধিগত হচ্চে।

ব্যোমকেশ। হাঁ আজকাল clairovyance, telepathy, mental healing ইত্যাদি অনেক নূতন নূতন কথা উঠ্‌ছে বটে; কিন্তু এখনও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর নিকট এই সমস্ত ব্যাপারের নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

ভট্টাচার্য্য। ক্রমেই হবে, কোন তত্ত্বই একদিনে আপনার আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পারে না। ওই যে clairovyance ইত্যাদি যা কিছু বল্‌লে ও সমস্তই যোগপ্রক্রিয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। ক্রমে আমরা ও সবের আলোচনা কর্‌বো। ভূর্ভুব ইত্যাদি লোকসমূহ যোগিগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, চেষ্টা কর্‌লে তুইও সেরূপ প্রত্যক্ষের পথে পাদবিক্ষেপ কত্তে পারিস্। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞান এখনও এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ কত্তে পারে নি বলে, যদি ওগুলোকে একেবারে অলীক বিবেচনা ক'রে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন বিষয়ে উপেক্ষা করিস্, তা হলে শুধু শুধু প্রমাণ প্রমাণ ক'রে চীৎকার করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে কথা থাক্। এখন যদি ভূর্ভুবঃস্বঃ এই লোকত্রয়ের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের পূর্ব্বকথার আলোচনা আবার সুরু করা যাক্।

ব্যোমকেশ। দাঁড়ান দাদামশায়, একবার আসল কথাটার পুনরাবৃত্তি করে নিই। আপনি বলেছেন, প্রেততত্ত্ব বুঝ্‌তে গেলে মানবের স্বরূপ ও গতির জ্ঞান কিঞ্চিৎ হওয়া দরকার। আর বলেছেন, মনিবাত্মারূপ বীজ প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রের ক্রোড়ে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে কালে ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করে। প্রথমাবস্থায় জীব

প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, কারণ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন শক্তির প্রাথমিক বিকাশ হয় না। এই প্রবৃত্তিমার্গী জীব বার বার জন্ম পরিগ্রহণ করে এবং ভূঃ ভুবঃ এবং স্বর্ এই তিনটি লোক আশ্রয় ক'রে থাকে। তার পরে বলুন।

ভট্টাচার্য্য। কথাটা এখন একটু শক্ত হয়ে আসচে, অতএব মন দিয়ে শোন্। জীবাত্মার এই বিভিন্ন লোকবাসের জন্য বিভিন্ন উপাধি বা শরীর আছে। এ কথার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েচে। আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে পাশ্চাত্য দিগের এক অদ্ভুত ধারণা আছে দেখতে পাই, আর তোরাও অনায়াসে সেইটাকে গলাধঃ-করণ করিস্। সেটা হচ্ছে এই, আত্মা দেহধারণ করে পৃথিবীতে বাস করে, পরে মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করে চলে যায়। তাঁরা যেন বলতে চান যে দেহ বলে যা কিছু তার সঙ্গে আত্মার একটা চিরবিচ্ছেদ সংঘটন হয়। জড়পদার্থনির্ম্মিত দেহটা পড়ে থাকে, আর যেটা চলে যায় সেটা খাঁটি আত্মা, সম্পূর্ণরূপে শরীরসম্বন্ধরহিত। কিন্তু তারা এটা একবার চিন্তা ক'রে দেখেন না যে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা উপাধি সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকাশিত হতে পারে না। তা যদি সম্ভব হত, অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধ ভিন্ন যদি আত্মার প্রকাশ হ'তে পারতো, তা হ'লে আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবার সময় একটা দেহ ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভূর্লোকে যদি একটা শরীরের আবশ্যকতা থাকে, তা হলে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকেও শরীরের বা উপাধির দরকার আছে, কারণ মূলগত উদ্দেশ্য একই, আত্মার প্রকাশ। সে উদ্দেশ্যটা সকল সময়েই বর্ত্তমান, তা আত্মা যে লোকেই থাকুন। সেই জন্য ভূর্লোকে বাস জন্য যেরূপ আমাদের একটী স্থূল শরীর আছে, সেইরূপ ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে বাস জন্য সেই সেই লোকোপযোগী সূক্ষ্মশরীর আছে। কথাটা আর এক দিক দিয়ে বুঝে দেখ।

আমাদের শরীরের একটি নাম ভোগায়তন এর অর্থ হচ্চে আমরা যা কিছু ভোগ সুখ অস্বাদন করি সেটা শরীরের সাহায্যে ঘটে থাকে। তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি জীবাত্মা ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্ এই তিনটি লোক বার বার ভোগ করে। অতএব দেখা যাচ্চে যেরূপ ভূর্লোক ভোগের জন্য একটা ভূর্লোকের উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত একটা স্থূলশরীর আছে, সেইরূপ ভুবর্লোক ভোগ করবার জন্য ভুবর্লোকের উপাদানে গঠিত একটা সূক্ষ্ম শরীর থাকার প্রয়োজন। সেইরূপ স্বর্গলোক ভোগের জন্য আর একটি সেই লোকের উপযোগী শরীর দরকার। এখন মনে করে দ্যাখ্, কেন তোকে বলেছিলাম, শরীর একটা নয় অনেকগুলি। এতদূর পর্য্যন্ত কথাটা বুঝ্‌লি কি ?

ব্যোমকেশ। আপনি বল্লেন যে জীবাত্মা ত্রিলোকীকে আশ্রয় ক'রে থাকে, এই কথাটার মর্ম্ম আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। আর সেই সঙ্গে যদি জীবাত্মার স্বরূপ ও তাহার অভিব্যক্তি সম্বন্ধীয় কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বলেন তা হ'লে বড় ভাল হয়। ক্রমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা।

প্রেতের কর্ত্তব্যজ্ঞান।

সন ১৮৬৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ অনেকেরই স্মরণ আছে। যদিও উড়িষ্যা বিভাগে উহার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গ ও বিহার অন্নে অব্যাহতি পায় নাই।

বঙ্গদেশের অনেক অংশেই শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মানভূম জেলা একটী। মানভূমে অনেক ইতরলোক বৃক্ষপত্র ও মূল আহার করিয়া অবশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আমার কয়েকটী আত্মীয় পুরুলিয়াতে গবর্ণমেণ্টের (Government) চাকরি করিতেন। ১। বাবু উমা-

চরণ মুখোপাধ্যায়, পুলিসের হেড রাইটার, ২। বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, আবগারির দারোগা এবং ৩। অমিয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী কমিশনারের হেড রাইটার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে কেবল অমিয়লাল সপরিবারে ছিলেন। অন্য দুই জনের পরিবার নিকটে ছিল না। তাঁহারা অমিয়লালের বাটীতেই থাকিতেন। মহামারি যে দুর্ভিক্ষের একটী আনুসঙ্গিক ঘটনা তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। পুরুলিয়াতেও দুর্ভিক্ষের পরই বিসূচিকার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইল। শত শত লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। ভদ্রলোকেও অব্যাহতি পাইল না। বিসূচিকা আরম্ভ হইলে, অমিয় বাবু তাঁহার পরিবার রাঁচিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সেখানে গভর্মেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারি ছিলেন। তাঁহারা তিন জনে দুইটী ব্রাহ্মণ ও চাকরের সহিত পুরুলিয়াতে রহিলেন।

কি করিবেন, চাকরি ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। চারিদিকে হাহাকার। প্রত্যহ ৩০।৪০ জন করিয়া লোক বাটীর নিকট মরিতেছে। সমস্ত সহ্য করিয়া তাঁহারা সশঙ্কিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। উমাচরণ বাবু বালাকাল হইতেই পরোপকারী ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল। পরিচিত লোকের পীড়া হইলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন মহামারির সময়েও তিনি সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইতেন। ইতিমধ্যে কুঞ্জবিহারী বাবু একটী আবগারি মোকদ্দমা তদারক করিতে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে উমাচরণ বাবু প্রাতাহিক নিয়মানুসারে রোগী দেখিয়া বাসায় আসিয়া, কুঞ্জবিহারী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কেন ফিরিয়া আসিলে, তথায় কিছুদিন থাকিতে পারিলে না, এখানকার ব্যাপার তো দেখিতেছ।"

কুঞ্জ। তোমাদের ছাড়িয়া কেমন করিয়া স্থির হইয়া থাকিব। মন বড় অস্থির হইয়াছিল, সেই জন্য আসিলাম।

তখন আর কোন কথা হইল না। উমাচরণ বাবু একটী গাড়ু লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "অমিয় তোমরা সাবধান হও, আমাকে ধরিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। এই কথা শুনিয়া কুঞ্জবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনিও বলিলেন, "আমাকেও ধরিয়াছে"। তখন অমিয়বাবুর কি বিপদ তাহা লিখিয়া বর্ণন করা যায় না। ত্বরায় ডাক্তার সাহেবকে খবর পাঠান হইল। ডাক্তার সাহেব দিনে দুইবার করিয়া আসিতে লাগিলেন। এদিকে রোগীদের অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। অমিয়বাবু চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া ও প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে যতদূর সম্ভব রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জবিহারী আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া অমিয়বাবু উমাচরণ বাবুর নিকট দিনরাত্রি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারেন। ডাক্তার সাহেবও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত নয়, মনুষ্যে চেষ্টা করিয়া তাহা সফল করিতে পারে না। পরদিন বৈকালে ডাক্তার সাহেব ও আরও কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, রোগীও বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে ডাক্তারসাহেব হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "Poor Koonja Behary!" রোগী অমনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Is he dead, Sir?" ডাক্তারসাহেব অমিয়বাবুর ইঙ্গিতমতে কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু উমাচরণবাবুর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। একটী

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে ডাক্তার সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "I am very much thankful to you, for the trouble you have been taking for me; but man cannot do what God does not wish. My time is up, and I must now bid you all farewell, and ask forgiveness for all my past shortcomings. অমিয়বাবুকে বলিলেন, "অমিয় কাঁদিস না, হাসা মুখে আমায় বিদায় দে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "লোকে মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বলে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা শান্তিময়। আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার সম্মুখে ক্রমে শান্তির দ্বার উন্মোচিত হইতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

ইহার পর হইতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিতে লাগিল। যথাসময়ে উহাদিগের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। অমিয়বাবু পুনর্ব্বার রাঁচি হইতে পরিবার আনিলেন। একদিন রাত্রিতে, আন্দাজ দুইপ্রহরের সময়, অমিয়বাবু শয়নের পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছেন, এটী তাঁর নিত্যকর্ম্ম। ঈষৎ তন্দ্রার আভাস আসিয়াছে, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, কুঞ্জবিহারী তাঁহার স্বাভাবিক বেশে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন।

"অমিয় মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিয়া যাইতে পারি নাই। গিরীশকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে তোমাকে বলে নাই; সেইজন্য পুনর্ব্বার আসিলাম। দুইটী আবশ্যকীয় মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কাগজপত্র মায় আমার তদন্তের রিপোর্ট আমার বাক্সে আছে, সেগুলি ডেপুটী কলেক্টার-সাহেবকে ফিরাইয়া দিবে। আর রাঁচিতে একটী মোকদ্দমায় আসামীর জরিমানা হইতে আমাকে ১৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার হুকুম হইয়াছে। রায়ের নকল আনাইয়া তুমি আমার পরিবারের অচি হইয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবে। তোমার

দাদাকেও ঐ কথা বলিয়া আসিয়াছি। দেখিও যেন বিধবা নৈরাশ না হয়” এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধ্যান হইলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে সকলে একত্রিত হইলে, অমিয়বাবু ঐ কথা উত্থাপন করিলেন। গিরীশ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল, “ঠিক কথা, আমি গোলমালে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কুঞ্জবাবু আমাকে কাগজের কথা আপনাকে বলিতে বলিয়াছিলেন, যে বাক্সতে কাগজ আছে, সে বাক্সও আমাকে দেখাইয়াছিলেন”। পরে কুঞ্জবাবুর বাক্স আনিয়া সকলের সম্মুখে খোলা হইল। খুলিয়া দেখা হইল, ঠিক কাগজ রহিয়াছে। পরদিন অমিয় বাবুর জ্যেষ্ঠকে পত্র লেখা হইল, তিনি কিছু দেখিয়াছেন কি না। তাঁহার পত্র আসিল, তিনিও ঠিক ঐরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন। রাঁচির কালেক্টরীতে তল্লাস করিয়া জানিয়াছেন যে, বাস্তবিক ৫।৬ দিন পূর্ব্বে কুঞ্জকে ১৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার হুকুম হইয়াছে। তিনি রায়ের নকল লইয়াছেন ও স্বয়ং জামিন হইয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যে কিছুদিন পরে টাকা বাহির করিয়া তিনি কুঞ্জবাবুর ভ্রাতার কাছে পাঠাইলেন। ঘটনাটী সম্পূর্ণ সত্য, অমিয়বাবু ও তাঁহার দাদা আমার অতি নিকট-সম্বন্ধীয়, আমি তাঁহাদের নিকট ইহা শুনিয়াছি ও অমিয়বাবুর দাদা রাঁচি হইতে অমিয়বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্র স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়।

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা

(১)

ধর্ম্মের জয়

পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতীব ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একদা

তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, রাজধানীস্থ বিপণীতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিবে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবসানে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তিনি ক্রয় করিয়া লইবেন। এইরূপ ঘোষণা অনুসারে কিছুদিন কার্য্য চলিতে লাগিল। একদা সন্ধ্যাকালে হট্ট ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে জনৈক বিক্রেতা একটী অবিক্রীত দ্রব্য হস্তে করিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু! তোমার অবিক্রীত দ্রব্য কি এবং তাহার মূল্যই বা কত?" তখন ঐ ব্যক্তি তাহার পণ্যটী রাজ-সমীপে উত্তোলন করিয়া বলিল "আর্য্য! আমার এই অলক্ষ্মীটী অবিক্রীত রহিয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা।" নৃপতি ইহা শুনিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন যে "এই ব্যক্তিকে লক্ষ মুদ্রা দিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া রাজ অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেও"। রাজ আজ্ঞামত কোষাধ্যক্ষ পণ্য বিক্রেতাকে লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিল এবং ঐ অলক্ষ্মীটি রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিল।

পরদিন প্রত্যূষে নৃপতি সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে রাজাসনে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সুমধুর নূপুর ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইলে সকলেই চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিতে পাইলেন যে, বিবিধ রত্নালঙ্কারভূষিতা লাবণ্যবতী এক পরমাসুন্দরী রমণী রাজ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, রাজ-তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। নৃপতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে হেতু এরূপ দিব্য জ্যোতিঃ-সম্পন্না অলোক-সামান্যা রমণী তিনি রাজ অন্তঃপুরে কখন দেখেন নাই। মনে করিলেন, ইনি কে, কিরূপেই বা রাজ অন্তঃপুরে আসিলেন এবং কোথায় বা যাইতেছেন। অনন্তর তাঁহার গমনে বাধা দিয়া সম্বোধন করিলেন "মা! তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে এবং কোথায় বা যাইতেছ?" উত্তরে

তিনি বলিলেন "নৃপবর! আমি তোমার রাজলক্ষ্মী! এতদিন পর্য্যন্ত তোপনার প্রাসাদে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি যখন অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তখন এ সংসারে আমার আর থাকিবার স্থান নাই। সুতরাং এ রাজ-সংসার পরিত্যাগ করিতেছি।" ভূপতি করযোড়ে বলিলেন "মা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন, যে হেতু আমার প্রতিবাদ করিবার কোন পথ নাই। এই বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন "তবে এস মা" ইহা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ পরে সকলে আবার দেখিতে পাইলেন যে,চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ এবং দিব্য পুষ্পমাল্য সুশোভিত এক অতীব সুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ রাজ-প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য তোরণ দ্বার অভিমুখে যাইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও গমনে বাধা দিয়া নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! আপনি কে কোথা হইতে আসিলেন এবং কোথায় বা যাইতেছেন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "নৃপবর! আমি নারায়ণ। আপনার এই রাজ-সংসারে লক্ষ্মী-দেবীর ন্যায় আমিও অনেকদিন হইতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী যখন আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন, তখন আমি আর কিরূপে থাকিতে পারি, সুতরাং আমিও রাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম। নৃপতি পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, তবে আসুন।" নারায়ণ রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে আবার দেখিতে পাইলেন যে, তেজপুঞ্জসমন্বিত জ্যোতির্ম্ময় এক শ্বেতবর্ণ পুরুষ লক্ষ্মী এবং নারায়ণের ন্যায় রাজপুর হইতে বাহিরে যাইতেছেন। তখন নৃপতি করযোড়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! আপনি কে,কোথা হইতে আসিলেন কোথায় যাইতেছেন এবং কি জন্যই বা যাইতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন "আমি ধর্ম্ম! নারায়ণ এবং লক্ষ্মী যখন আপনার রাজ-সংসার ত্যাগ করিলেন তখন আমিই বা কিরূপে থাকিতে পারি?" তখন নৃপতি গললগ্নী-কৃতবাসে করযোড়ে বিনীত মধুর বচনে বলিলেন "দেব! আমি যখন অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়াছি তখন লক্ষ্মী দেবী যাইতে পারেন, তাঁহাকে বাধা দিবার আমার অধিকার নাই। তাহার পর লক্ষ্মীদেবী

যখন গেলেন, তখন নারায়ণকে রাখা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং সত্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বলিবার আমার কিছুই অধিকার নাই। কিন্তু দেব! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কারণে এই দাসকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—আমি কি কিছু অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছি? সত্যের আশ্রয় করিয়া আমি কি ধর্ম্ম পালন করি নাই? যদ্যপি অন্যথা করিয়া থাকি, সম্মুখে দ্বার উন্মুক্ত যাহা অভিরুচি হয় তাহা করুন। কিন্তু আমি যদ্যপি আপনার আশ্রয় অণুমাত্র ত্যাগ করিয়া না থাকি, তবে আপনি কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন? তখন ধর্ম্মদেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মহারাজ! আপনি ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই, সুতরাং আমার আর রাজসংসার পরিত্যাগ করা হইল না। আমি পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার রাজ-প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর রাজা দেখিতে পাইলেন যে, নারায়ণ আবার ধীরে ধীরে প্রত্যাগত হইয়া রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তখন রাজা করজোড়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! পুনর্ব্বার যে ফিরিয়া আসিলেন?" তখন নারায়ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "যখন ধর্ম্ম আপনার সংসারে রহিলেন, তখন আমি কি প্রকারে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি, সুতরাং আবার ফিরিয়া আসিলাম।"

ইহার কিছুক্ষণ পরে পুনরায় দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদেবী সলজ্জভাবে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করিতেছেন। তখন পূর্ব্বের ন্যায় করযোড়ে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আবার যে এ অধম সন্তানের ঘরে ফিরিয়া আসিলে? লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "নৃপবর! নারায়ণ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কি থাকিতে পারি? আর যেখানে ধর্ম্ম অবস্থান করেন, সে স্থান আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। নৃপবর! তুমিই যথার্থ ধর্ম্মাশ্রয়ী। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের জয়, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। "যতো ধর্ম্ম ততো জয়ঃ।"

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক
মহৌষধের আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০ প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
,, ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।
রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম)

প্লীহা ও যকৃতের নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এড-ওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশ্যক।
মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০।

এডওয়ার্ডস, "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানি করিতেছি। ইহাতে কোন-প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা-গুণ-প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে।

সোল্ এজেণ্টস্ ঃ—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,
কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।
৭ ও ১২ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ প্রণীত

"রোগীর প্রতি উপদেশ"

পাঠ করুন।

বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালাভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় নূতন নূতন উপদেশ, যাহা ডাক্তার কবিরাজ বা কোন চিকিৎসকের নিকট অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও পাওয়া যায় না। একথা রোগিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ও করিবেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিয়াছেন—"অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য বিধিগুলি তেজস্বিনী ভাষায় এবং পরিষ্কারভাবে উক্ত পুস্তকে বিবৃত করা হইয়াছে, এবং উহা স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা বিশেষ দরকার।"

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

দত্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,

লোটস্ লাইব্রেরী।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমলমালিকা গ্রন্থাবলী।

১। কৌষিতকী উপনিষদ্।

মূল, অন্বয় ও অনুবাদ। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মূল্য ॥০ আনা।

২। নারদ ভক্তিসূত্র।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী বিরচিত, মূল্য ।৵০ আনা।

৩। স্তুতি কুসুমাঞ্জলি।

হিন্দুর নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত স্তোত্রগুলি পাগলের প্রলাপ প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতা গোবিন্দলাল বাবুর সুমধুর পদ্যানুবাদ সহ। প্রত্যেক হিন্দু গৃহে একখানি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দু মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের বিশেষ উপযোগী। মূল্য ।৵০ আনা।

৪। ভক্ত-জীবন।

শ্রীমতী বেশান্ত—সম্পাদিত—"Doctrine of

অনুবাদ, মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

১ জীবন ও মরণান্তে জীবন।

শ্রীমতী বেশান্তের Life and Life after death নামক পুস্তকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য ৶০ আনা।

২। ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি।

শ্রীমতী বেশান্তের Devotion and Spiritual Lifeএর বঙ্গানুবাদ। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য ৶০ আনা।

৩। সদ্‌গুরু ও শিষ্য।

শিষ্যগুরু বিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা।

৪। প্রকৃত দীক্ষা।

প্রকৃত দীক্ষা যে কি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কিরূপ, তাহার নিগূঢ় তত্ত্বের আভাষ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা।

আর্য্যধর্ম্ম গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড।

বৃহৎ স্তব-কবচ মালা। (২য় সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত। কাপড়ে বাঁধান, সুন্দর কাগজ ও সুন্দর ছাপা ১০৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ এক টাকা।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (অন্বয়, ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য ও বিবিধ পাঠান্তর ও পরিশেষে কতকগুলি উৎকৃষ্ট স্তোত্র সহ) ।৵০

এ রাজ সংস্করণ

ধম্মপদ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। ধর্ম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ (২য় সংস্করণ) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল, প্রণীত।

মুর্শিদাবাদকাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৷৷০

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৷৷০

প্রতাপাদিত্য ২৷৷০

সোণার বাঙ্গালা (স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে)

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাক্তার রামদাস সেন-প্রণীত।

রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড (ঐতিহাসিক রহস্য তিন ভাগ একত্র)

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী, বি,এল্, হাইকোর্টের উকীল

প্রণীত।

যুগধর্ম্ম

শ্রীশ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর জীবনী ও শিক্ষা

শ্রীমন্নিত্যানন্দ চরিত, ১ম খণ্ড

গীতায় ঈশ্বরবাদ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, প্রণীত।

"সাহিত্য" পত্রিকাতে "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক যে সকল প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল—সাধারণের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে এক্ষণে সেইগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। ষড়দর্শনে সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল পরিচয় এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বিশেষ আলোচনা আছে। প্রত্যেক দর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধের বিচার এবং গীতা কি ভাবে সেই সেই দার্শনিক মতের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। ইহার সাহায্যে অনায়াসে গীতা ও দর্শন বুঝিতে পারিবেন।

মূল্য সুলভ। কাগজের মলাট ১৲, কাপড়ের বাঁধান ১।০

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে বাহির হয় নাই।

মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা ও সরল বঙ্গানুবাদ সমেত ডিমাই ১২ পেজি ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এরূপ সুলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে বাহির হয় নাই। মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা ও সরল বঙ্গানুবাদ সহ।

৺ শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য—১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা।

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর

বাহির হইয়াছে মূল্য—৸০ আনা।

ঈশ, কেন ও কঠ।

বাহির হইয়াছে, মূল্য ॥০ আনা।

প্রশ্ন, মুণ্ডক্য ও মাণ্ডুক্য—(যন্ত্রস্থ) শীঘ্র বাহির হইবে।

দত্ত, ট্রেণ্ড্ এণ্ড কোং

সেণ্টল্ লাইব্রেরী, ৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমাদিগের নূতন পুস্তক।

ভক্ত-জীবন।

কমলমালিকা গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ।

শ্রীমতী আনি বেসান্ত সম্পাদিত "Doctrine of the Heart" নামক উপাদেয় ভক্তি গ্রন্থের অতি মধুর বাঙ্গালা অনুবাদ।

Philosophy of the Gods—or "Deva Tattva" by Srijut Hirendra Nath Dutt M. A.,B. L.,—Price As.12 only.

"Psychism and Theosophy" (Transaction of Theosophical Federation No. I.) Enlarged revised edition of a paper read at the Serampore Theosophical Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only.

JUST OUT.

Conception of the Self by Dreamer—Price As.8 only.

সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ" প্রণেতার পুস্তক সমূহ।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ বা সাধকোপকার (১ম ও ২য় খণ্ড)। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৲ দুই টাকা। মানবতত্ত্ব ও বর্ণবিবেক (পূর্ব্বার্দ্ধ)। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲। ঐ কাগজে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০।

DATTA FRIENDS & Co.
Louts Library,
No. 50. Cornwallis street, Calcutta.

NEW CIVIL PROCEDURE CODE
ACT V. OF 1908.
EDITED BY
CHARU CHANDRA BHATTACHARJEE
Vakil, High Court, Calcutta.
Price :—
Paper cover ;—Re 1. Cloth bound—1-4 Interleaved—1-6·

বঙ্গভাষায় নূতন পুস্তক

স্থপতি বিজ্ঞান
বা
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য ৷৷০ আট আনা। ইহাতে ইট প্রস্তুত হইতে ইমারত প্রস্তুত করিতে যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্ত বিষয় বিশদরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখান হইয়াছে। ইট, চূণ, সুরকী, কাট, মজুরী, প্রভৃতি যে সমস্ত আবশ্যক, তাহার বিষয় সরল ভাষায় সহজ প্রণালীতে লেখা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই পুস্তকের সাহায্যে কোন ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ারের সাহায্য না লইয়া সুন্দর-

রূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন ; বিশেষ এই পুস্তক পাঠ করিলে কোন মিস্ত্রী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অল্প আয়াসে সমস্ত বুঝিতে পারা যায়, মূল্যও সুলভ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

চণ্ডী। (২য় সংস্করণ)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম্য বহুবিধ টীকার সাহায্যে সরল অভিনব টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অর্গলা-স্তোত্র, কীলকস্তোত্র, কবচ, দেবীসূক্ত, ন্যাসাদি রহস্যত্রয় এবং অত্যুৎকৃষ্ট চারিখানি দেবীপ্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। ৪৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য ।/০ ছয় আনা মাত্র।

পল্লী চিত্র। (মাসিক পত্র।)

শ্রীবিধুভূষণ বসু সম্পাদিত।

পল্লী গ্রাম হইতে পল্লীসেবা সঙ্কল্প লইয়া প্রকাশিত। পল্লীগ্রামের শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, ইতিহাস, প্রবাদ প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

বেঙ্গলী বলিয়াছেন—Among the Bengali monthlies this publication occupies a high place.

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক।
বাগের হাট, খুলনা।

ঐতিহাসিক চিত্র—৫ম বর্ষ ১৩১৬ সাল (ঐতিহাসিক মাসিক পত্র) শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্, সম্পাদিত এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত। মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ২৲ টাকা।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট মেট্‌কাফ্ প্রেসের ম্যানেজারের নিকট মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

Printer—A. Banerji, Metcalfe Press, 76, Balaram Dey Street.

"অলৌকিক রহস্যের" নিয়মাবলী।

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বৈশাখ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ হইবে।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে ৵০ এক আনা অধিক লাগিবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

৩। কেবল ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় চিঠিতে, ও টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে, নিজ নিজ নাম ধাম ইত্যাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। গ্রামের নাম, পোষ্টাফিসের নাম ও জেলার নাম যেন পর পর লেখা থাকে।

৬। "অলৌকিক রহস্য" সম্বন্ধীয় টাকা পয়সা আমার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পত্রাদি সমস্ত ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাণীনাথ নন্দীর নামে ৪৭।১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
দত্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং "লোটস লাইব্রেরী"
পুস্তকালয়, কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।

ভারত ভৈষজ্যালয়।

২৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন কবিভূষণ।

অনন্তমূলারিষ্ট।

রক্ত পরিষ্কারক পারাদোষনাশক বলবীর্য্যবর্দ্ধক

একমাত্র সালসা, এক শিশি ১৲ টাকা।

সঞ্জীবন রস।

প্লীহা যকৃত সংযুক্ত ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ,

১ কৌটা ১৲ টাকা।

বাসন্তী।

কেশহিতকর মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর সৌগন্ধি কেশ তৈল, এক শিশি ১৲ টাকা।

বাঙ্গালা ভাষার সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক এবং নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)	॥০
প্রমোদরঞ্জন (নাটিকা)	॥০
কুমারী (ঐ)	।৵০
বভ্রুবাহন (নাটক)	॥০
জুলিয়া (ঐ)	৸০
সপ্তম প্রতিমা (ঐ)	॥০
সাবিত্রী (ঐ)	॥০
বেদৌরা (গীতিনাট্য)	॥০
প্রতাপ-আদিত্য (নাটক)	১৲
বৃন্দাবন-বিলাস (গীতিনাটিকা)	।৵০
রঞ্জাবতী (নাটিকা)	১৲
কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)	১৲
রঘুবীর (নাটক)	৸০
উলুপী (ঐ) ...	॥০
নারায়ণী (উপন্যাস, বিলাতী বাঁধা)	১॥০
পদ্মিনী	১৲
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	১৲
রক্ষঃ ও রমণী	।৵০
চাঁদ বিবি (ঐতিহাসিক নাটক)	১৲
নন্দকুমার (ঐ)	১৲
দাদা ও দিদি (রঙ্গনাট্য)	।০
অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)	১৲
বাসন্তী (রঙ্গনাট্য)	।০
বরুণা (গীতিনাট্য)	৷৹

এ, সি, দত্ত কার্য্যাধ্যক্ষ,
লোটাস লাইব্রেরী,
৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—এ. ব্যানার্জি, বেঙ্গল প্রেস্, ৭১ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্র সেবক নন্দী, ৩৭১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।